ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 April, 2023 ■ আগরতলা ৩০ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ১৬ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে কমল করোনার নমুনা পরীক্ষা, নতুন আক্রান্ত নেই ২৪ ঘন্টায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। ত্রিপুরায় করোনার নতুন সংক্রমণ শূন্য রইল গত ২৪ ঘন্টা। তবে, করোনার নমুনা পরীক্ষা কম হওয়ায় সম্ভবত আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া যায়নি। গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরায় কেউ করোনা আক্রান্ত হননি। তেমনি কেউ সুস্থও হননি। ফলে, বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআরে ২৯ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ২৬৮ জন মোট ২৯৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। কারোর দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেনি। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার হয়েছে শূন্য। এদিকে, কেউ সুস্থ না হওয়ায় বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১৮ জন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮০৭০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭০৪৬ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা- আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৫ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৫ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বামীকে গ্রেফতার করতে আসা পুলিশের সাথে স্ত্রীর ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। স্বামীকে গ্রেফতার করতে আসা এসআই'র সাথে স্ত্রীর ধস্তাধস্তি। ঘটনা বিশালগড় ঘনিয়ামারায়।

বিশালগড় ঘনিয়ামারার এক অভিযুক্ত তথা কংগ্রেস কর্মী টিটু আহম্মেদকে গ্রেফতার করতে যায় পুলিশ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সামনেই বিশালগড় থানার সাব ইনস্পেক্টর মৃদুল মজুমদারের ধস্তাধস্তি করে টিটুর স্ত্রী। কারণ স্বামীকে খুঁজে না পেয়ে তার স্ত্রীর মোবাইল কেড়ে নেয় পুলিশ।

বাড়ির সিসি ক্যামেরাও বাজেয়াপ্ত করে। বিধানসভা নির্বাচনের সময় কংগ্রেস কর্মী টিটু আহম্মেদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়।

নেশা সামগ্রী উদ্ধার ঘিরে রণক্ষেত্র মানিকনগর

বিএসএফ ও পুলিশের উপর পাচারকারীদের হামলা, গুলিবিদ্ধ এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৯ এপ্রিল।। মানিকনগরে গাজা উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশ ও বিএসএফের সাথে পাচারকারীদের খন্ডযুদ্ধ হয়। এলাকার পাচারকারী বলে পরিচিত কিছু লোক সপরিবারে সংঘবদ্ধ হামলা চালায় বিএসএফ ও পুলিশের উপর। বিএসএফ জওয়ানরা পরিস্থিতি সামাল দিতে গুলি চালায়। তাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছে এক যুবক।

প্রসঙ্গত, অল্প সময়ে অধিক মুনাফা পাওয়ার জন্য সিপাহীজলা জেলার অধিকাংশ এলাকাতেই সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ব্যাপকহারে গাঁজা চাষ করা হচ্ছে। এক কথায় গোটা সীমান্ত এলাকা নেশা কারবারীরা তাদের মৃগয়াক্ষেত্র হিসেবে পরিনত করেছে। মাটির নিচে প্লাস্টিক ডামের মধ্যে ভর্তি করে পুঁতে রাখে। প্রায়ই বিএসএফ এবং পুলিশ অভিযান চালায়। শনিবার গাঁজা বিরোধী অভিযান নামে ২০০ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের জওয়ানরা। সাথে কলমচৌড়া থানার পুলিশ।

বিএসএফের গুলিতে আহত যুবক হাসপাতালে। ছবি নিজস্ব।

অভিযান শুরু হয় শনিবার সকাল ৯ টা ৫ মিনিটে। মানিকনগর পূর্ব উত্তরপাড়া উত্তম সাহা এবং গৌতম সাহার বাড়িতে প্রথমে অভিযান চালানো হয়। ২৫৫ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আরো অন্যান্য বাড়িতে অভিযানের নামার প্রস্তুতি গ্রহণ করে বিএসএফ এবং পুলিশ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অবসরের মেয়াদ ৬৫ বছর বৃদ্ধি নিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায় বাতিল সুপ্রিম কোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের চাকুরীতে অবসরের মেয়াদ ৬০ থেকে ৬৫ বছর পর্যন্ত বাড়ানোর ত্রিপুরা হাই কোর্টের রায় বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এ-বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি দীনেশ মহেশ্বরী এবং বিচারপতি আহসানুদ্দিন আমানউল্লাহ-র বক্তব্য, চাকুরীতে কর্মচারীদের বয়সসীমা সহ যাবতীয় নীতি-নির্দেশিকা নির্ধারণের এক্তিয়ার একমাত্র রাজ্য সরকারের রয়েছে। এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ সাধে না।

প্রসঙ্গত, আইসিডিএস প্রকল্পের অধীনে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা নিযুক্ত হন। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ৯০ শতাংশ অর্থ বহন করছে। কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের চাকুরীতে বয়সসীমা ৬৫ বছর করেছে। বেশ কিছু রাজ্য ওই নিয়ম লাঘু করেছে। কিন্তু, ত্রিপুরা সরকার রাজ্যে ওই নিয়ম চালু করেনি। তাতে, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অবসরের বয়স ৬৫ বছর করার জন্য ত্রিপুরা হাই করতে রিট মামলা দায়ের হয়েছিল। ওই মামলায় হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ২০২১ সালে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অবসরের মেয়াদ ৬০ থেকে বৃদ্ধি করে ৬৫ বছর করার জন্য ত্রিপুরা সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল। ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ত্রিপুরা সরকার সুপ্রিম কোর্টে এসএলপি করেছিল। গত ২৫ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ওই মামলায় রায় দিয়েছে এবং ত্রিপুরা হাই কোর্টের রায় বাতিল করেছে। তবে, ওই সময়ের মধ্যে যাঁরা হাই কোর্টের রায়ে উপকৃত হয়েছেন তাঁদের কাছ থেকে কিছুই ফেরত নিতে পারবে না ত্রিপুরা সরকার, এমনই নির্দেশ দিয়েছে।

ত্রিপুরা সরকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন রেখেছিল, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অবসরের বয়সসীমা ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করা হলে নতুনদের চাকুরীতে সুযোগ দেওয়ার প্রক্রিয়া বিলম্ব হবে। সুপ্রিম কোর্টের ত্রিপুরা সরকারের ওই আবেদনে সহমত পোষণ করেছে। সাথে চাকুরীতে কর্মচারীদের সমস্ত নীতি নির্ধারণে ত্রিপুরা সরকারকে সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে বলে মন্তব্য করেছে।

লাউগাঙে পুলিশ পিকেটের দাবীতে এসপি-কে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। শান্তির পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখার তাগিদে বিলোনিয়ার লাউগাঙ এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানোর দাবিতে বিরোধী দল সিপিএমের বিধায়ক দীপঙ্কর সেন জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন।

লাউগান এলাকাতে পুলিশ পিকেট বসানোর দাবিতে শনিবার বিলোনিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, দক্ষিণ জেলা পুলিশ সুপার কুলবন সিং এর সাথে সাক্ষাত করেন ও ডেপুটেশন প্রদান করেন। বিধায়ক দীপঙ্কর সেন সাংবাদিকদের বলেন, নির্বাচনের আগে থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ৩৫ বিলোনিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের, শান্তির বাজার এলাকায় যে দশটি বুথ রয়েছে এর মধ্যে লাউ গান বেশ স্পর্শকাতর। গত বিধানসভা নির্বাচন থেকে এখনো পর্যন্ত ওই এলাকায় বিভিন্ন ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে।

প্রায় প্রতিদিনই সিপিআইএম কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা হুজ্জুতি সহ বাড়ি ঘরে অগ্নিসংযোগ পর্যন্ত করা হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিধায়ক দীপঙ্কর সেন ২৯শে এপ্রিল শনিবার দুপুর বারোটায় দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার কুনবন সিং এর সঙ্গে দেখা করেন ও ডেপুটেশন প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, জেলা পুলিশ সুপার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে ভর্তির পরীক্ষা সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এন্ট্রান্স পরীক্ষা শনিবার গৃহীত হয়েছে। সারা দেশের সাথে আজ রাজ্যেও জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এন্ট্রান্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যে মোট জহর জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে রয়েছে।

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য মোট ৭৩৭ জন পরীক্ষার্থীর নাম নথিভুক্ত হয়। শনিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় তিনটি পরীক্ষা কেন্দ্রে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এট্রান্স পরীক্ষা গ্রহন করা হয়। ছেলেমেয়েদের জওহর নবোদয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করবুকে ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া নিয়ে পর্যালোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। করবুক ব্লকের নিউ গোমতী এডিসি ভিলেজের গ্রোয়িংনাং পাড়ায় আজ পুনর্বাসনপ্রাপ্ত ব্রু শরনার্থীদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়ন নিয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনা সভায় ব্রু শরনার্থীদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়ন ও এলাকায় উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।

তাছাড়াও গ্রোয়িংনাং পাড়ায় বসবাসরত ব্রু শরনার্থীদের ২০ জন যুবক যুবতীকে নিয়ে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর থেকে আজ ১০ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা হয়েছে। রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব পুনিত আগরওয়াল এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন। ব্রু শরনার্থী পরিবারের ছেলে মেয়েদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধান সচিব পুনিত আগরওয়াল, গোমতী জেলার জেলাশাসক গবেকার ময়ূর রতিলাল, দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা সঞ্জয় চক্রবর্তী, করবুক মহকুমার মহকুমা শাসক পার্থ দাস এবং গোমতী জেলা ও করবুক মহকুমার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় গ্রোয়িংনাং পাড়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান, বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ, জয়েন্ট ফরেস্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। শুক্রবার গভীর রাতে ধর্মনগর রেল স্টেশন সংলগ্ন স্থান থেকে ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলো দমকল কর্মীরা।

জানা যায়, শুক্রবার রাত দুইটায় ধর্মনগর আরপিএফ থানার পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়ে ধর্মনগর রেল স্টেশন সংলগ্ন রেল ট্র্যাক থেকে এক সুহেল আহমেদ নামে এক ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে তার বাড়ি আসামের নিলাম বাজারে। তার মাথা ও পায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে। রাতেই তাকে নিয়ে আসা হয় জেলা হাসপাতালে।

হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তার দ্রুত চিকিৎসা শুরু করেন। বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে সুহেল। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তার। তবে এতো রাতে কিভাবে ওই স্থানে এই ব্যক্তি ট্রেনের ধাক্কায় আহত হলো তা বলতে পারছেনা কেউই। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

বিশালগড়ে রেশনে অনিয়ম ধরলেন মহকুমা শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ এপ্রিল।। বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস বিভিন্ন রেশন দোকান পরিদর্শন শুরু করেছেন। শনিবার বিশালগড়ের কড়ুইমুড়া রেশন দোকানে হানা দেন মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস। সঙ্গে ছিলেন খাদ্য দপ্তরের মহকুমা আধিকারিকরা। রেশন দোকানটিতে বেশ কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়েছে বলে জানান মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস। সতর্ক করা হয়েছে রেশন ডিলারকে।

প্রসঙ্গত, রেশনিং ব্যাবস্থার মানোন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। প্রায় ১৩ টি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে রেশনে। খাদ্য সামগ্রীর মান বেড়েছে। বিনামূল্যে

বিশালগড়ে রেশন দোকানে মহকুমা শাসকের অভিযান। ছবি নিজস্ব।

চাউল পাচ্ছে নাগরিকরা। কিন্তু রেশন দোকান গুলিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। যদিও বর্তমান সরকার রেশন দোকান আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। এরজন্য আর্থিক সহায়তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে বৈশাখী মেলায় জুয়ার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ এপ্রিল।। শান্তিরবাজার মহকুমার ছয়ঘড়ীয়া স্কুল সংলগ্ন এলাকায় বৈশাখী মেলার নামে জুয়ার রমরমা ব্যাবসা চালায় স্থানীয় কমিটির সদস্যরা। ঘটনার বিবরনে জানা যায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত ছড়ঘড়ীয়া স্কুল সংলগ্ন এলাকার কিছুসংখ্যক লোকজন। বিগতদিনে এই এলাকার সুনাম অর্জনে শান্তির বাজার মহকুমার মধ্যে বেতিক্রমীভাবে দূর্গা পূজায় কুমারী পূজা করেথাকেন।

এই একই কমিটির সদস্যরা এই সুনাম অর্জন করে শুক্রবার রাত্রিবেলায় শিবের গানের আয়োজন করে একদিনের বৈশাখী মেলার আয়োজন করে। যেই কমিটির লোকজন বিগত দিনে এলাকার সুনাম অর্জনের জন্য কাজ করেছেন সেই একই লোকজন এলাকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেঁচারথলে পাচারের জন্য মজুত মূল্যবান কাঠ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। পেঁচারথলের জামানি পাড়ার গভীর জঙ্গল থেকে আবারো অবৈধ মূল্যবান কাঠ উদ্ধারে সাফল্য বনদপ্তরের কর্মীদের। শনিবার গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে পেঁচারথল ফরেস্ট প্রোটেকশন ইউনিটের কর্মীরা মাছমারা রেঞ্জ অফিসের অন্তর্গত যামিনী পাড়া এলাকার গভীর জঙ্গল থেকে বিপুল পরিমাণে সেগুন কাঠ উদ্ধার করে।

জানা যায়, বনদস্যুরা বনের মূল্যবান গাছ কেটে অন্যত্র পাচারের উদ্দেশ্যে জঙ্গলে মজুত করে রেখেছিল। শনিবার সকালে বনদপ্তরের কর্মীদের এই অভিযানের আঁচ পেয়ে বনদস্যুরা গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়। পরে ফরেস্ট প্রটেকশন ইউনিটের কর্মীরা অবৈধ সেগুন কাঠগুলো উদ্ধার করে পেঁচারথলে নিয়ে আসে। সূত্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরকীয়ায় লিপ্ত স্বামী, মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের বাড়ির সামনে ধর্নায় স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। দুই সন্তানের পিতা অপর এক মহিলাকে নিয়ে পালালো। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরে তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট পরকীয়া সংক্রান্ত বিষয়ে বৈধতা দেওয়ার পর পরকীয়ার মাত্রা বাড়তে বাড়তে এখন নিজের সন্তানদের ছেড়ে পুরুষ নারী পলায়ন শুরু হয়েছে। ধর্মনগরের মিহির কান্তি দেব।

তার দুটো ছেলে রয়েছে। স্ত্রীও রয়েছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভাব ভালোবাসা খুব একটা ভালো ছিল না। কারণ মিহিরের জীবনে চুমকি দেবনাথ নামে আরো এক সন্তানের মাতার প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যত দিন যায় মিহিরের সংসারিক অশান্তি বাড়তে থাকে। আর চুমকির সাথে প্রণয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ নিয়ে স্ত্রী পপি গগৈ দেব রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামীর কাছে অভিযোগ জানায়।

বর্ণালী গোস্বামী থানায় মামলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত'র ১০০ তম পর্ব, ১৫১৫টি স্থানে শুনবেন রাজ্যবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের শততম পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও ওই অনুষ্ঠান পালনের আয়োজন করা হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় ১৫১৫টি স্থানে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শুনবেন রাজ্যবাসী। এদিকে, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দেশের সমস্ত রাজভবনে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত ১০০ তম পর্ব সরাসরি শুনার আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় রাজ ভবনেও একই আয়োজন করা হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, মন কি বাত অনুষ্ঠানের শততম পর্বকে সারা দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। ছবি নিজস্ব।

পৌঁছে দিতে বিজেপি সরকার ও দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গোটা ত্রিপুরায় আগামীকাল ১৫১৫টি স্থানে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাতের পর্বটি শোনা হবে। এদিন তিনি ত্রিপুরার আপামর জনগণের কাছে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাতের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক রেডিও সম্প্রচার 'মন কি বাত' ১০০-তম পর্ব উপলক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক দেশের সমস্ত রাজ ভবনে ৩০ এপ্রিল এই অনুষ্ঠানের লাইভ স্ক্রিনিং করার আয়োজন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে। এই উদ্যোগের ধারা ক্রমে আগরতলায় রাজ ভবনেও 'মন কি বাত'-এর ১০০ তম পর্বের চলমান প্রদর্শনী বা লাইভ স্ক্রিনিং করতে জোর কদমে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে আগরতলা মিডিয়া ইউনিট জনপ্রিয় এই রেডিও অনুষ্ঠানের বিশেষ স্ক্রিনিং করতে আয়োজন করছে।

ত্রিপুরার রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্য মুখ্য অতিথি রূপে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা:) মানিক সাহা সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এই অনুষ্ঠানের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে খুব শীঘ্রই চালু হচ্ছে কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় ঃ মন্ত্রী সুধাংশু দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। ত্রিপুরাতে খুব শীঘ্রই চালু হচ্ছে কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়। আগামী মে মাসে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। আজ বিশ্ব ভেটেরিনারি দিবস ২০২৩ উদযাপনে এ—বিষয়ে আশা প্রকাশ করে বলেন ত্রিপুরার প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

এদিন তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের পিজি কোর্সগুলি অনুসরণ করার জন্য ত্রিপুরার বাইরে যেতে হয়। তিনি সম্প্রতি দিল্লি সফরে গিয়ে ভেটেরিনারি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি ডঃ উমেশ চন্দ্র শর্মার নিকট ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন। ডঃ শর্মা ওই দাবি শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন এবং পশু কল্যাণ বিভাগের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ওই বিষয়ে আধা ঘন্টা আলোচনা করেছেন।

মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীরা স্নাতকোত্তর কোর্স করার জন্য দেশের অন্যান্য রাজ্যে যাচ্ছে।তখন কিছু পরিবার রয়েছে যাঁরা তাঁদের সন্তানদের আর্থিকভাবে সমর্থন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ তারা দারিদ্র্য-পীড়িত। তাই, কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আশাবাদী তিনি।

তাঁর দাবি, আগামী মে মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে কেন্দ্রীয় পশু কল্যাণ এবং মৎস্য মন্ত্রী পুরুষোত্তম রুপালা এবং ভেটেরিনারি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি কর্তৃক আরেকটি বৈঠক হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং তারপরেই ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলক উন্মোচনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১৯৬ ▫ ৩০ এপ্রিল ২০২৩ইং ▫ ১৬ বৈশাখ ▫ রবিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশের দুই বন্দর হয়ে ভারতে পণ্য

সড়ক ,রেল ,বন্দর ও আকাশ পথে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো নিবিড় করিবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাজ্য ত্রিপুরা যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক দিয়া অনেকটাই অনুন্নত। ত্রিপুরার তিনদিক দিয়ে বাংলাদেশ ঘেরা। বাংলাদেশের সড়ক ও রেলপথ ব্যবহার করিয়া অতি সহজে কলকাতায় যাতায়াত করা সম্ভব। শুধু তাই নয় পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের ট্রানজিট রোড ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারত সরকার সে কারণেই বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্ক করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিয়াছে। ইতিমধ্যে ইহার সফল মিলিতে শুরু করিয়াছে।বাংলাদেশের মোংলা এবং চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অনুমতি পাইয়াছে ভারত। এ বিষয়ে বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ট্রানজিট নির্দেশ জারি করিয়াছে। ওই অনুমতির ফলে এখন চট্টগ্রাম-আখাউড়া-আগরতলা, মোংলা-আখাউড়া-আগরতলা, তামাবিল-ডাউকি, শেওলা-সুতারকান্দি, বিবিরবাজার-শ্রীমন্তপুর মিলাইয়া ১৬টি ট্রানজিট রুট খোলা হইয়াছে। ফলে সন্তুষ্ট ত্রিপুরার বাণিজ্য মহল। তাহাতে পণ্য আমদানির খরচ অনেক কমিয়া যাওয়ায় ক্রেতা-বিক্রেতা দু’পক্ষই লাভবান হইবেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে কম খরচে পণ্য পরিবহণের জন্য ট্রান্সশিপমেন্টের সুবিধা পাইতে ২০১৮ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশের সঙ্গে ‘এসিএমপি’ চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল ভারত। এই নয়া ব্যবস্থায় চট্টগ্রাম এবং মোংলা বন্দর ব্যবহার করিয়া ভারত-বাংলাদেশ প্রোটোকল রুটের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে কম খরচে ভারী পণ্য পরিবহণের সুবিধা পাওয়া যাইবে।২০২০ সালের জুলাইয়ে হলদিয়া বন্দর থেকে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এবং তাহার পরে সড়কপথে আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট হইয়া চারটি কন্টেনার বোঝাই রড এবং ডাল আনিয়া প্রথম মহড়া হইয়াছিল। চতুর্থ ও সর্বশেষ মহড়াটি হয় ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে। এই চুক্তির জন্য ভারত ও বাংলাদেশ সরকারকে অভিনন্দন জানাইয়াছে ব্যবসায়ী মহল। বাংলাদেশের বন্দরগুলি ব্যবহার করিয়া দেশের যে কোনও বন্দর থেকে পণ্য সহজেই ত্রিপুরায় আনা যাইবে এবং সেখান থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যেও তাহা পাঠানো যাইবে। পণ্য কন্টেনারবন্দি থাকায় তাহার ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকিবে কম। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার ফলে একদিকে যেমন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি উপকৃত হইবে ঠিক তেমনি বাংলাদেশ সরকার আর্থিক দিক দিয়া লাভবান হইবে। এর সতুর প্রসারী প্রভাব পরিবে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উপর। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মধ্য দিয়া দুই দেশের সম্পর্ক আরো শূদ্র হোক সেটাই সকলের প্রত্যাশা।

প্রয়াত ‘বিশ শতকের সবচেয়ে সৃজনশীল ভারতীয় ঐতিহাসিক’ রণজিৎ গুহ

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি স)। প্রয়াত নিম্নবর্গের ইতিহাস সাধনার অন্যতম পথিকৃৎ রণজিৎ গুহ। শনিবার ভোররাতে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে নিজ বাসভবনে তাঁর জীবনবসান ঘটে।

নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছিলেন, ‘বিশ শতকের সবচেয়ে সৃজনশীল ভারতীয় ঐতিহাসিক।’ দীর্ঘদিন ধরেই রণজিৎবাবু অসুস্থ ছিলেন। বয়স্কজনিত দীর্ঘ রোগ ভোগের পর শনিবার ভোর ৩টের দিকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আগামী ২৩ মে তাঁর ১০০ বছরে পা দেওয়ার কথা ছিল। তাঁর আগেই চিরকালের মত চলে গেলেন এই ইতিহাসবিদ।

সত্তরের দশকের শুরুতে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নকশালপন্থী ছাত্রদের সংস্পর্শে আসেন তিনি। গান্ধী বিষয়ে ভাবতে চাইলেও তিনি শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক কৃষক-সমাজ নিয়ে কাজ করতে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। ১৯২৩ সালের ২৩ মে বাংলাদেশের বরিশালের বাখরগঞ্জের সিদ্ধকাটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন রণজিৎ গুহ। কলকাতায় এসে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। সিপিআই-এর সক্রিয় সদস্য হিসেবে রাজনীতিতে যোগ দেন তিনি। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র ছিলেন।পরে ১৯৪৭ সালে ডিসেম্বরে প্যারিসে বিশ্ব ছাত্র সম্মেলনেও যোগ দেন। এর পর দলের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি একে একে সাইবেরিয়া, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও চিন বিপ্লব নিজের চোখে খতিয়ে দেখেন। ১৯৫৬ সালে বিদেশ থেকে ফেরার পর হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত অনুপ্রবেশের বিরোধিতায় তিনি দল ছেড়ে দেন।

১৯৫৯ সালে এ দেশ ছাড়ার পরে ব্রিটেনের ইউনিভার্সিটি অব সাসেক্স, অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে তিনি অধ্যাপনা করেন। ভারত থেকে দূরে থাকলেও রণজিৎবাবুর সংস্পর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দীপেশ চক্রবর্তী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, শাহিদ আমিন, গৌতম ভদ্র, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক প্রমুখ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। রণজিৎবাবু একাধিক বই লিখেছিলেন। ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষক বিদ্রোহ নিয়ে তাঁর গ্রন্থে এ দেশের গণতান্ত্রিক বোধে কৃষকের ভূমিকা তুলে ধরেন। গত মার্চেই অস্ট্রিয়ায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন দীপেশবাবু। বয়সের ভার থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রণজিৎ গুহ জ্ঞানচর্চা করে গিয়েছেন।

রণজিৎ গুহর প্রয়াণে শোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি স)। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহর প্রয়াণে শনিবার শোক প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তায় লিখেছেন, “প্রবাদপ্রতিম ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহর মৃত্যুতে আমি আমার গভীরতম শোক প্রকাশ করছি। অস্ট্রিয়ায় তাঁর বাস ভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর।

রণজিৎ গুহ ভারতের কৃষক আন্দোলন নিয়ে সূদূরপ্রসারী কাজ করেছেন। তিনি নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার ধারা গড়ে তোলেন এবং বেশ কিছু সমমনোভাবাপন্ন তরুণ ঐতিহাসিককে নিয়ে একটি শক্তিশালী ঐতিহাসিক গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। এই নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার প্রভাব পড়ে সারা পৃথিবীতে।

ঐতিহাসিক গুহ পৃথিবীর নানা জায়গায় পড়িয়েছেন, নানা জায়গায় তাঁর ছাত্র ও অনুরাগীরা আছে। ঐতিহাসিক গুহর প্রয়াণে জ্ঞানচর্চার পৃথিবীতে অপূরণীয় ক্ষতি হল।

আমি রণজিৎ গুহর স্ত্রী মেখঠিল্ড গুহ সহ তাঁর সকল আত্মীয় পরিজন, ছাত্রছাত্রী ও অনুরাগীদের সকলকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।”

কীভাবে বুঝবেন কোনটা কোভিড আর কোনটা সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা

ডা. প্রকাশ মল্লিক

এখন করোনা আবহে চারপাশে যা পরিস্থিতি তাতে জ্বল হলে হতে পারে সেটা ঠাণ্ড লাগা, তবে সব ক্ষেত্রেই মানুষ ভয় পেয়ে যান। সকলের মনেই একটা প্রশ্ন, এটা কোভিড-১৯ নয় তো? চিকিৎসকরা বলছেন, এখন চারপাশে বহু মানুষ যেহেতু কোভিড-১৯ অতিমারিতে ভুগছে, কাজেই জ্বর হলে ভাইরাসের চরিত্র বোঝা সবার আগে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ঋতু পরিবর্তনের অনেক অসুখের সময়ে যেমন ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, লেপ্টোস্পাইরোসিস, এন্টেরিক ফিভার, ভাইরাল গেপাটাইটিসেরও অন্যতম লক্ষণ হল জ্বর । চিকিৎসক ও গবেষকদের মতে, কারও জ্বল হলে সেটা কোভিড-১৯ না ইনফ্লুয়েঞ্জা তা নির্ধারণ করে চিকিৎসা সত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করতে হবে।

যেগুলি আপনার জানা প্রয়োজনঃ কোভিড ১৯ আর ইনফ্লুয়েঞ্জা দুটোই ছোঁয়াচে। এবং দুটিই শ্বাসনালীকে প্রভাবিত করে। কোভিড -১৯ হয় নোভেলকরোনা ভাইরাস সার্স কোর্ভ -২ -এর ফলে, আর ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের কারণে। এদের মধ্যে কিছু উপসর্গ কমন। শুধুমাত্র উপসর্গের উপরে ভিত্তি করে রোগ নির্ণয় করা কখনও কখনও যথেষ্ট কঠিন হয়ে পড়ে। সেজন্যই পরীক্ষা করা দরকার।

এই দুইয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ঃ কোভিড-১৯ ও ইনফ্লুয়েঞ্জার মধ্যে উপসর্গের ভিন্নতা সত্ত্বেও কিংবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোভিডের অ্যাসিস্পটোমেটিক (কোনও উপসর্গ না থাকা) হলেও দুইয়ের কয়েকটি উপসর্গের মিল আচে, যেমন এই দুই ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উপসর্গগুলি থাকবে -জ্বর বা ঠাণ্ডা লাগার অনুভূতি কাশি শ্বাসকষ্ট বা শ্বাসের স্বল্পতা অত্যধিক ক্লান্ত লাগা গলাব্যাথা, নাক দিয়ে সর্দি হলে জল পড়া পেশিতে ব্যথা, সারা শরীর জুড়ে ব্যথা মাথায় প্রবল যন্ত্রণা বমি ও ডায়ারিয়া (এটা প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের মধ্যে বেশি হয়) দুইয়ের পার্থক্য- ফ্লু ভাইরাসের ফলে মাইল্ড বা সিভিয়র অসুস্থতা দেখা যায়। কোভিডে মারাত্মক শ্বাসকষ্ট হয়, মনে হয় কেউ যেন জলে ডুবিয়ে গলা টিপে মারছে, সঙ্গে স্বাদের বা গন্ধ শোঁকার অনুভূতি থাকে না। সিভিয়র অসুস্থতার জন্য কারা উচ্চ

কোভিড -১৯ থেকে যেসব জটিলতা তৈরি হয়, তার মধ্যে আছে, শিরা বা ধমনীতে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া, এটা হার্ট ফুসফুস, মস্তিষ্কে সর্বত্রই হতে পারে।

ঝুঁকিতে আছে ঃ কোভিড-১৯ ও ফ্লু এই দুটোই মারাত্মক আকার ধারণ করে জটিলতা ডেকে আনতে পারে। বিশেষ করে যাঁরা বয়স্ক মানুষ এবং কো-মর্বিড ইলনেস আছে, যেমন হাইপারটেনশন, ডায়াবিটিস, ক্রনিক হার্ট ডিজিজ, ক্রনিকত কিডনি ডিজিজি ও গর্ভবতী মহিলাদের কোভিডের ঝুকি বেশ। যেসব বাচ্চা আপাতভাবে সুস্থ তাদের ক্ষেত্রে ফ্লু-এর জটিলতা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে করোনা সেরকম কোনও ঝামেলা করেনি। এরতম উদাহরণও আছে। তবে সদ্যোজাতদের কোভিড আর ফ্লু দুইয়েরই ঝুঁকি আছে। বাচ্চাদের মধ্যে সিনড্রোম (এম আইএসসি) হতে পারে যদিও এটি কোভিডের বিরল একটি জটিলতা।

জটিলতাসমূহ ঃ যাঁদের ফ্লু হয়েছে তাঁরা হয়তো কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে যান। এঁদের সম্পূর্ণ সুস্থ হতে দু’সপ্তাহের কম সময় লাগে। তবে কয়েকজনের অন্য জটিলতা তৈরি হয়। কোভিড -১৯ থেকে যেসব জটিলতা তৈরি হয়, তার মধ্যে আছে, শিরা বা ধমনীতে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া, এটা হার্ট ফুসফুস, মস্তিষ্কে সর্বত্রই হতে পারে। এছাড়া মাল্টিসিস্টেম ইনফ্লেমেটারি সিনড্রোমের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। ফ্লু থেকে যেসব জটিলতা হয় সেগুলি হল-নিউমোনিয়া, শ্বাসতন্ত্র ঠিকমতো কাজ করা বন্ধ করে দিল, ফুসফুসে জল জমে অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিসেস্ট্রস সিনড্রোম, সেপসিস, হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক, মাল্টিঅরগ্যান ফেলিওর, ফুসফুস, হার্ট বা স্নায়ুগত কোনও সমস্যা আগে থেকে থাকলে সেটা আরও খারাপের দিকে যায়, হার্ট , মস্তিষ্ক ও পেশীর টিস্যুগুলির প্রদাহ, সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ।

চিকিৎসাঃ যাঁরা ফ্লু বা কোভিড-১৯ এর উচ্চ ঝুঁকিতে আছেন এবং তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে, প্রথমেই তাঁদের উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা ক্ষেত্রে অ্যান্টি ভাইরাস ওষুধ মূলত অসেল্টমাভির দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। আর কোভিড-১৯ এর ক্ষেত্রে দ্য ন্যাশনাল ইনসিটিটিউট অব হেল্থ এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চের নির্দেশিত গাইডলাইন অনুসরণ করে।

আগে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের সঙ্গে অ্যাজিথ্রোমাইসিন দিয়ে চিকিৎসা সরা হচ্ছিল। পরে হেমডিসিভির, টক্লুজোমেজ প্রভৃতি আসে, এছাড়াও মাইল্ড কেসে প্যাভিপিরাভির দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসূ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

জোড়াসাঁকোয় রবি দর্শন

সুব্রত মল্লিক

শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে কলকাতার বিখ্যাত হলুদ ট্যাক্সিতে চড়ে পুরোনো কলকাতার রাস্তা ধরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছি। ছোটবেলা থেকে সাহিত্য, বেতার ও বাংলা চলচ্চিত্রের হাত ধরে কলকাতার সঙ্গে পরিচয়। আর এ পরিচয়ের পেছনে যে মানুষের অবদান সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই কলকাতায় নেমেই আমার গন্তব্য ছিল সেই বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ি। পুরোনো কলকাতার কিছুটা জীর্ণ ছবি আমার কল্পনার কলকাতার সঙ্গে কেমন যেন এক বিরোধ বাধিয়ে দিতে চাইল। রাস্তার পাশে এখনো অনেক পুরোনো বাড়ির দেখা মেলে, কলকাতার রাজপথে ছুটে চলা পাবলিক বাসগুলো কেমন যেন বিবর্ণ মনে হলো। কল্পনা আর বাস্তবের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে খেতে আমরা পৌঁছে গেলাম জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ফটকের সামনে। ট্যাক্সিচালক আমাদের মূল রাস্তার পাশে ফটকের সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘এখান থেকে কিছুটা হেঁটে গেলেই আপনারা ঠাকুরবাড়ি পৌঁছে যাবেন।’

আমরা সরু রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি। এ রাস্তার দুপাশের জীর্ণতা যেন জানিয়ে দিতে চাইল, সময় সবার সমান নাহি যায়। অবশেষে আমি ও আমার সহকর্মী লাবণ্য সরকার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সামনে এসে হাজির হলাম। টিকিট কেটে ঠাকুরবাড়ির ভেতরে ঢুকে সিঁড়ির পাশে ব্যাগ রাখছি, সেটি দেখে এক ভদ্রমহিলা বললেন, ‘দাদা, আপনারা নিশ্চয়ই বাংলাদেশ থেকে এসেছেন?’ প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, ‘প্রাণের টানে কলকাতা শহরে নেমেই এখানে চলে এসেছি। রবি ঠাকুরের কর্মভূমি শিলাইদহের পাশেই থাকি, আজ জন্মভূমি দেখতে এলাম।’ ভদ্রমহিলা স্মিত হাসি হেসে, বললেন, ‘রবি ঠাকুর আসলেই আমাদের প্রাণের মানুষ।’ সিঁড়ির পাশে ব্যাগ রেখে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম বিখ্যাত বাড়িটির দোতলায় উঠতেই কেমন যেন নস্টালজিয়া এসে ভর করল। এই সেই বিখ্যাত বাড়ি, যে বাড়ি থেকে কত দিকপাল মানুষ বেরিয়ে এসেছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ আরও নামকরা কত মানুষের পদচারণে মুখরিত ছিল এই বাড়ি। বাড়িটির সঙ্গে মিশে আছে আলো- আঁধারের ছায়া। ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, আধুনিকতা যেমন মিশে আছে, তেমনই মিশে আছে জমিদারির ইতিহাস। বলা হয় বাংলার রেনেসাঁর অন্যতম পীঠস্থান ছিল এই লাল বাড়ি।

সিঁড়ির কোনায় ব্যাগ রেখে দোতলায় উঠতেই বাঁ দিকে কবিপত্নীর রান্নাঘরের দেখা মেলে। রান্নাঘরটি এখনো সযত্নে লালিত আছে। চিত্রা দেবের ‘ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল’-এ পড়েছিলাম, এই বাড়ির রান্নাঘরে নতুন নতুন খাবারের পদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলত। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আমরা কবির শোবার ঘরে যাই। জোড়াসাঁকোয় অবস্থানকালে কবি এ ঘরেই থাকতেন এবং এ ঘরেই কবি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। ঘরে সাজিয়ে রাখা বিভিন্ন জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি, এদিকে স্পিকারে কোমল সুরে বেজে চলেছে আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে, সুব্রত মল্লিক তুমি জানো না, আমি তোমারে পেয়েছিঅজানা সাধনে, আমি তামার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে।এ যেন এক মিলনের বারতা। প্রাণের মানুষের সঙ্গে গড়ে ওঠা এক আত্মিক মেলবন্ধন। আসলে জোড়াসাঁকোতে এসে রবি ঠাকুরকে যতটা প্রত্যক্ষ করা যায়, তার চেয়ে বেশি উপলব্ধি করা যায়। দক্ষিণের বারান্দায় পদার্পণ করতেই কবির ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। এই বারান্দার রেলিংগুলো ছিল কবির ছাত্র, আর কবি ছিলেন মাস্টার। সেই রেলিংগুলো এখনো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কবি নেই। এটাই মানবজীবনের এক অমোঘ সত্য, ব্যক্তির শারীরিক অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু স্মৃতিগুলো রয়ে যায়। আমরা আসলে মুহূর্তের মাঝেই বাঁচি, এই মুহূর্তগুলোই স্মৃতির কোলাজ তৈরি করে।

জোড়াসাঁকোয় প্রবেশের আনন্দে লেখকছবি: লাবণ্য সরকার

রবি ঠাকুরের বিশ্বভ্রমণের স্মৃতিগুলো চমৎকারভাবে সংরক্ষণ করে রাখা আছে। ভ্রমণপিপাসু মানুষ হিসেবে জোড়াসাঁকোতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিছুটা ঈর্ষান্বিত ছিলাম। সেই যুগে তিনি ৩০টির মতো দেশ ভ্রমণ করেছেন। এশিয়ার চীন, জাপান থেকে শুরু করে ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার দেশেও তিনি অবলীলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। চায়না গ্যালারি, জাপান গ্যালারি, ইউএস গ্যালারি, হাঙ্গেরি গ্যালারির ছবিগুলো দেখে অনুমান করতে পারছিলাম, এই বাংলার একজন মানুষ হিসেবে তিনি নিজেকে কোন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। এই গ্যালারিগুলোর পাশাপাশি চিত্রকলার গ্যালারিগুলোও কিছু সময়ের জন্য ভাবনার অলিন্দে অবগাহন করার সুযোগ করে দেয়। খুব ইচ্ছা ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দোতলার ছাদে যাওয়ার। রবি ঠাকুর ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার মধ্য দিয়ে এই দোতলার নন্দনকাননের সঙ্গে পরিচয়। কাদম্বরী দেবী এই ছাদে নন্দনকানন গড়ে তুলেছিলেন। তবে দোতলার ছাদের সিঁড়ির দরজা তালাবদ্ধ থাকায় সে সুযোগ মেলেনি। ঠাকুরবাড়ি পরিদর্শনের সময় প্রচুর বিদেশির দেখা মিলল। এক বাঙালি ভদ্রলোক ফ্রান্সে অভিবাসী হয়েছেন। তিনি তাঁর দুই মেয়েকে বাঙালির শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে ঠাকুরবাড়ি নিয়ে এসেছেন। মেয়ে দুটো ভালোই বাংলা বলতে পারে। ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা রবি ঠাকুরকে কীভাবে চেনো? ওরা বলল, ‘আমাদের বাবা রবি ঠাকুরকে চিনিয়েছেন, আর আমরা বাসায় রবীন্দ্রসংগীত শুনি। এই গানের মধ্য দিয়েই কবির সঙ্গে আমাদের বড় পরিচয়।’ আসলেই রবি ঠাকুর তাঁর গানের মধ্য দিয়েই বাঙালির প্রাণের সঙ্গে এক অন্য রকম আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। আর তাই আমরা যখন দোতলা প্রদক্ষিণ শেষে নিচে নেমে আসছি, তখন আমাদের কানে ভেসে আসছে সেই চিরচেনা সুর

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে, আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে, চুকিয়ে দেব বেচা-কেনা, মিটিয়ে দেব লেনা-দেনা, বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে তখন আমায় নাই বা মনে রাখলে, তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে।

এই গানের সুরে সুর মিলিয়ে কে যেন ভেতর থেকে আনমনে বলে উঠল, কবি ছিলেন, কবি আছেন, কবি থাকবেন বাঙালির পরম্পরা হয়ে।

সাদা পাথরের দেশে

মুহাম্মদ শফিকুর রহমান

সারা বছর তুমুল কর্মব্যস্ততায় কাটে। নানা রকম ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। শারীরিক ও মানসিক ধকলেই কাটে শহুরে জীবন। একটু চনমনে হতে চায় মন। সময় বের করা কঠিন কাজ। তারপরও এবার আর কোনো ছাড় দিলাম না। যা হওয়ার হোক। বেড়াতে যাবই। বেছে নিলাম সিলেটকে। সিলেটকে বেছে নেওয়ার কারণ দুটি। এক, যাতায়াতের ব্যবস্থা ভালো। দুই, শহর থেকে পর্যটনের জায়গাগুলো কাছেই। গাড়ি নিয়ে দিনের মধ্যে বেশ কিছু জায়গা দেখা যাবে। যেটা আমাদের মতো কম ছুটি যাঁদের, তাঁদের জন্য সুবিধাজনক। সাদা পাথর, চা—বাগান, পাহাড় ও ঝরনার দেশ সিলেট। আমাদের দেশে ট্রেনের সময়মতো আসেও না, যায়ও নাএমন একটা ধারণা আছে। এবারও তার ব্যতিক্রম পেলাম না। প্রায় ৪০ মিনিট পর উত্তরায় ট্রেন এল। হুড়মুড়িয়ে উঠলাম। কেবিনে গিয়ে চোখ কপালে, সিটে অন্য লোক বসা। তাঁর কেবিনের টিকিট নেই। তবুও নানা যুক্তি। আপনারা নিচে বসেন, আমি ওপরের সিটে বসে যাই। কী আজব আবদার! হাসব না কাঁদব, ভেবে পেলাম না। মেয়েরা নিচে বসবেন, তিনি ওপরে ঘুমানোর সিটে যাবেন। তা—ও আবার তাঁর কোনো টিকিটই নেই। এক দফা তর্কবিতর্ক হলো। পরে সুবিধা করতে না পেরে পালালেন।

ঝিক—ঝাক ট্রেন যাচ্ছে। পরিবার কখনো চিপস, কখনো নুডলস, কখনো কোমল পানীয় বের করছে। আর সবাই মজা করে খাচ্ছি। ট্রেনের লোক ও নানা খাবার নিয়ে আসছে। তা—ও একটু চেখে দেওয়া বাদ গেল না। ভ্রমণে নানা রকম খাবারের পসরা বসে। বিশেষ করে লঞ্চ, ট্রেনে তো কথাই নেই। তবে সতর্কতা হলো, খাবার খেয়ে সব হারানোর সুযোগ আছে বইকি। চা— বাগান, জমিতে হলুদ শর্ষের চোখ জুড়ানো উপস্থিতি, পাহাড়ের পাশ দিয়ে ট্রেন ছুটে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে মিষ্টি রোদের লুকোচুরি। এ এক মুগ্ধকর পরিবেশ। ট্রেনের কেবিনের ওপরের সিটে শোবার ব্যবস্থা আছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। ভাইয়ের মেয়ে তামিমা উঠতে গিয়ে চিৎকার জুড়ে দিল। প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। বলা বাহুল্য, ট্রেন যখন লাইন পরিবর্তন করে। তখন বেশ বড় রকমের ঝাঁকুনি লাগে। তবে শেষ অবধি সে উঠতে পেরেছিল। উঠে গলা ছেড়ে গাইলচলো না ঘুরে আসি অজানাতে...। আমরাও তাঁর সঙ্গে গলা মিলালাম। নচেৎ যে জমে না। খাওয়া, গল্প, আড্ডা, ছবি তোলা ইত্যাদি করতে করতে সিলেট চলে এলাম। রাত হয়ে গেছে। এদিন আর কোথাও যাওয়া হলো না। সরাসরি হোটেলে গেলাম। তবে এখানেও পেলাম বিপত্তির দেখা। হোটেলে ব্যাগ রেখে বাইরে খেয়ে এসে দেখলাম, রুমের দরজা খুলছে না। লক নষ্ট হয়ে গেছে। ঘণ্টাখানেক বসে থাকতে হলো। পরে ঠিক করা হলো, ভ্রমণে এমন টুকটাক বিপত্তি, ঝক্কি—ঝামেলায় আনন্দ আছে। এগুলো না হলে যেন জমে না। ভ্রমণটা সাদামাটা হয়ে যায়। সমৃদ্ধ হয় না। স্মৃতির ভান্ডার ভারী হয় না।

পরদিন সকালে ছুটলাম সাদা পাথর, ভোলাগঞ্জের উদ্দেশে। সিলেট শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে। রাস্তা ভালোই। ভোলাগঞ্জ গিয়ে ৮০০ টাকা দিয়ে নৌকা (ইঞ্জিনচালিত) রিজার্ভ করা হলো। ছোট নৌকা, বেঞ্চ দিয়ে বসার ব্যবস্থা। নৌকায় ওঠার আগে ১০০ টাকায় একটি সানগ্লাস নিলাম। টুকটাক কেনাকাটার ব্যবস্থা আছে নৌকাঘাটে। আছে টয়লেটও। দুই পাশে বালু ও পানি খুব কম। কোথাও মাটি দেখা যায়। এরই মধ্য দিয়ে নৌকা চলছে। এই বুঝি নৌকা থেমেই গেল। এমন ভয়ও পাচ্ছিলাম। সামনে পাহাড়, নিচে পানি, ওপরে খোলা আকাশ। এ পরিবেশে নৌকার একেবারে মাথায় গিয়ে ছবি তুলতে ভুল হলো না কারও। কেউ দুই হাত ওপরে উঁচিয়ে ছবি নিল। মুক্ত আকাশের দিকে ইঙ্গিত। হাত বাড়ালোই পানি, আমাদের কেউ আবার পানিতে হাত ভিজাল। এতেই কত আনন্দ। শহরের গুমোট ও যান্ত্রিক জীবনে এ পরিবেশ কোথায়? এই আনন্দ কোথায়? ইঞ্জিনচালিত হলেও নৌকার ইঞ্জিনে তেমন বিকট শব্দ নেই। যা আমাদের স্বস্তি দিচ্ছিল। অতি দূরে ওই পাহাড়। মনে হচ্ছিল, নৌকা ধীরে ধীরে পাহাড় ছুঁয়ে যাবে। যদিও পাহাড়গুলো আমাদের না। প্রতিবেশী দেশের। কিছুক্ষণের মধ্যে নৌকা ভিড়ল সাদা পাথরের কাছাকাছি। আমরা হেঁটে গেলাম খানিকটা। সাদা পাথরের ওপর দিয়ে ঝরনার স্বচ্ছ জল গড়িয়ে পড়ছে। সর্বোচ্চ হাঁটুসমান পানি। এত স্বচ্ছ পানি, ভাবাই যায় না। আমরা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম। পানির মধ্যে নামার লোভ সামলানো গেল না একটুও। জলকেলি হলো বেশ কিছুক্ষণ। সাদা পাথর যেমন পানির মধ্যে আছে, তেমনি ওপরেও।

এমন সুন্দর পরিবেশ যেন হৃদয়টা ছুঁয়ে গেল। শীতল এক অনুভুতির সন্ধান পেলাম। শীত যেন সব পালিয়ে গেল। আমাদের আনন্দ—উচ্ছ্বসের কাছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে সাদা পাথরের ওপর দিয়ে পানির ছুটে চলা। তবে সীমান্তের কাছে না যাওয়াই ভালো। পাথরগুলো অগোছালো, কিছু আছে পিচ্ছিল, আবার কিছু আছে নড়বড়ে। তাই সতকর্তা কাম্য। নচেৎ পা মচকে আনন্দ বিষাদে রূপ নিতে পারে। সাদা পাথরের পাশে বসার ব্যবস্থা আছে। বসে বসে এ সৌন্দর্য উপভোগ করা যাবে। পুরো শরীর ভিজাতে চাইলে কাপড় নিয়ে আসতে হবে। কাপড় পরিবর্তন করার ব্যবস্থা আছে। ছোট ছোট বাচ্চা গাইডের কাজ করে। চাইলে তাদের কাউকে সঙ্গে নিতে পারেন। সব খবরাখবর জানতে পারবেন। সকাল সকাল যাওয়া ভালো। পরে পর্যটকদের প্রচুর সমাগম হয়। যে নৌকা রিজার্ভ করবেন, তার চালকের মুঠোফোন নম্বর রাখবেন। পরে ফোন দিলে তিনি আপনাদের নিয়ে আসবেন।

টুকিটাকি তথ্য সিলেট শহরে থেকেই এক দিনের মধ্যে সাদা পাথর ঘুরে দেখে আসা যাবে। পর্যাপ্ত শীতের কাপড় নিয়ে আসবেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারতের চেন্নাইয়ে পাসিং আউট প্যারেড পরিদর্শন করলেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান

মনির হোসেন,ঢাকা, এপ্রিল ২৯।। ভারতের চেন্নাইয়ে অবস্থিত অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্যারেডের অভিবাদন গ্রহণ ও মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ। ভারত সফরের তৃতীয় দিনে শনিবার সেনাপ্রধান অনুষ্ঠানটি পরিদর্শন করেন।

শনিবার ঢাকার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। আইএসপিআর জানায়, প্যারেড পরিদর্শন শেষে জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ গণমাধ্যম ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। পরে তিনি প্রধান অতিথির সম্মানে আয়োজিত ডিনারে অংশগ্রহণ করবেন এবং বিভিন্ন পদবীর সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।

এর আগে ভারত সফরের প্রথম দিনে গত ২৭ এপ্রিল সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতীয় যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বীরযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জেনারেল শফিউদ্দিন ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রশিক্ষণ, সন্ত্রাসবাদবিরোধী পারস্পরিক সহায়তা এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার মধ্যে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বের বিষয়ে আলোচনা হয়। সাক্ষাতের আগে সফররত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধানকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ হতে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

পরে জেনারেল শফিউদ্দিন ভারতের চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল আর হরি কুমার, ভাইস চিফ অব এয়ার স্টাফ এয়ার মার্শাল এপি সিং, প্রতিরক্ষা সচিব এবং বিদেশ সচিবের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স প্রোডাকশন (ডিডিপি) ও আর্মি ডিজাইন ব্যুরো কর্তৃক ভারতীয় দেশীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন ইকো-সিস্টেম সম্পর্কে তাকে ব্রিফিং প্রদান করা হয়। এছাড়াও সফরকালে উভয় দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ সহযোগিতার জন্য সেন্টার ফর ইউনাইটেড নেশনস পিসকিপিং (সিইউএনপিকে), ভারত এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশনস ট্রেনিং (বিপসট)-এর মধ্যে একটি 'বাস্তবায়ন ব্যবস্থা' স্বাক্ষরিত হয়। সফরের দ্বিতীয় দিনে গত ২৮ এপ্রিলে ভারতের চেন্নাই এ অবস্থিত অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমিতে প্রশিক্ষণ সমাপনী উপলক্ষ্যে আয়োজিত ব্যান্ড সিমফনি উপভোগ এবং নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধানের আমন্ত্রণে তিন দিনের সরকারি সফরে বুধবার ভারত গমন করেন। সফর শেষে সেনাবাহিনী প্রধান রবিবার ৩০ এপ্রিল ভারত থেকে দেশে ফিরবেন।

আজ বঙ্গে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : আগামী ৩০ এপ্রিল হতে চলেছে রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। আর পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে, একটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিলো রেল কর্তৃপক্ষ। ট্রেনটি পাটনা এবং হাওড়ার মধ্যে চলবে।

পূর্ব রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয় রবিবার জয়েন্ট পরীক্ষার জন্য বিশেষ এক্সপ্রেস ট্রেন চালানো হবে। জানানো হয়েছে, পাটনা এবং হাওড়ার মধ্যে বিশেষ একটি এক্সপ্রেস ট্রেন চালানো হবে। ট্রেনটি শনিবার দুপুর দুটো নাগাদ পাটনা ছেড়ে ওইদিনই রাত এগারোটা পঁয়তাল্লিশে হাওড়া পৌঁছাবে।

রাত এগারোটায় পাটনার উদ্দেশ্যে একটি পরীক্ষা স্পেশাল ট্রেন চলবে। পৌঁছাবে রবিবার সকাল দশটা নাগাদ। যাত্রাপথে ব্যান্ডেল, বর্ধমান, ঝাঁঝা, বক্তিয়ারপুর, মধুপুর, আসানসোল, দুর্গাপুর ইত্যাদি স্টেশনে দাঁড়াবে ট্রেনটি। এই বিশেষ ট্রেনটিতে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত থাকার ব্যবস্থা থাকবে। ০৩২৫২ হাওড়া-পাটনা পরীক্ষার বিশেষ টিকিটের বুকিং সাধারণ ভাড়া ছাড়াও পিআরএস এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশেষ চার্জ পাওয়া যাবে। রেয়াতি বুকিং অনুমোদিত হবে না। এছাড়াও তৎকাল কোটা পাওয়া যাবে না।

তাছাড়া রাজ্যে শিয়ালদা শাখায় সেদিন সমস্ত লোকাল ট্রেন চালানো হবে বলে জানিয়েছে রেল। রবিবার শিয়ালদা শাখায় যে লোকাল ট্রেন গুলি বাতিল থাকে সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিকেল ছটা পর্যন্ত সমস্ত ট্রেনই চলবে।

কনার্টকে ছয়টি জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ২৯ এপ্রিল(হি.স.) : কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে সব দলই তাদের পূর্ণ শক্তি দিয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির তারকা প্রচারকরা জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন। দলের সিনিয়র নেতা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ও রবিবার দুদিনের কর্ণাটক সফরে যাবেন। এ সময় তিনি ছয়টি জনসভায় ভাষণ দেবেন এবং দুটি স্থানে রোড শো করবেন।

প্রধানমন্ত্রী আজ বিদর জেলার হুমনাবাদ থেকে প্রচার শুরু করবেন। সকাল ১১টায় এখানে বিজেপির জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। এর পর বিজয়পুরার পর কুদাচি (বেলাগাভি) যাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। আজই বেঙ্গালুরু উত্তরে রোড শোতে অংশ নেবেন। বেঙ্গালুরুতে রাত্রিযাপনের পরে, রবিবার সকালে কোলারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সকাল সাড়ে ১১টায় সেখানে জনসভায় ভাষণ দেবেন ড.

বিজেপি সূত্রে খবর, আজ ২৯ এপ্রিল দু-দিনের কর্নাটক সফরে যাবেন নরেন্দ্র মোদী। সেদিনই তিনি হুমনাবাদ, বিজয়পুরা, কুদাচি এবং উত্তর বেঙ্গালুরুতে ব্যালি করবেন। তার পরদিন, ৩০ এপ্রিল কোলার, চান্নাপাট্টনা এবং বেলুরে ব্যালি করবেন তিনি। দু-দিনের এই সফর সেরে প্রধানমন্ত্রী দিল্লি ফিরে আসবেন। তারপর ফের ২ মে ফের তিনি কর্নাটক সফরে যাবেন এবং চিত্রদুর্গ, বিজয়নগর, সিন্ধানুর ও কালাবুর্গিতে জনসভা করবেন। ৩ মে মুদাবিদরি, কারওয়ার এবং কিত্তুরে জনসভা করবেন।

এরপর আবার ৬ মে চিত্তপুর, নানজানগুড়, তুমাকুরু (গ্রামীণ) এবং দক্ষিণ বেঙ্গালুরুতে সভা করতে পারেন নমো। এছাড়া ৭ মে বাদামি, হাভেরি, শিবামুগা (গ্রামীণ) এবং মধ্য বেঙ্গালুরুতে চারটি ব্যালি করবেন তিনি।

আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি যে কর্নাটক ধরে রাখতে মরিয়া, তা খোদ প্রধানমন্ত্রীর পরপর জনসভা এবং ব্যালি থেকেই স্পষ্ট। এব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজেপির এক সিনিয়ার কর্মকর্তা বলেন, "বিজেপি কর্ণাটক নির্বাচনে ভালো করার ব্যাপারে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। বিশেষত, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যুদ্ধের ময়দানে নেমেছেন। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন খেলা। প্রচারের শীর্ষে যাওয়ার জন্য আমাদের দলে এর চেয়ে বড় প্রেরণা আর কিছু নেই।"

প্রসঙ্গত, আগামী ১০ মে ২২৪টি আসনের কর্নাটক বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোট গণনা হবে ১৩ মে। এই নির্বাচনে বিজেপির ইন-চার্জ হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং কো-ইনচার্জ হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর নির্বাচনী কমিটির প্রধান হিসাবে রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই।

দিল্লি কাটিয়ে ঘরে ফিরলেন মুকুল রায়

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল(হি.স.) : প্রায় দু সপ্তাহ দিল্লি কাটিয়ে ঘরে ফিরছেন মুকুল রায়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, এদিন দিল্লি বিমানবন্দর ১ নং টার্মিনাল থেকে দুপুর ১২ টার ফ্লাইটে কলকাতা ফিরছেন মুকুল। গত ১৭ এপ্রিল রাতে আচমকা দিল্লি আসেন তিনি। তাঁর দিল্লি আগমন নিয়ে তোলপাড় শুরু হয় রাজ্য রাজনৈতিক মহলে। আগাগোড়া তাঁর দিল্লি সফর ছিল রহস্যে মোড়া। শুধু ১৯ এপ্রিল দিল্লির এক পাঁচতারা হোটেলে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হওয়ার পর ফের 'উধাও' হয়ে যান তিনি।

দিল্লি সফরে এসে জানান, তিনি বিজেপির বিধায়ক, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। মুকুল এও দাবি করেন, তিনি বিজেপিতেই ছিলেন, আছেন, থাকবেন।

একইসঙ্গে, রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করতেও পিছপা হননি তিনি।

পাশাপাশি বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করারও চেষ্টা চালিয়ে গেছেন মুকুল। কিন্তু কেউ তাঁকে সাক্ষাতের সময় দিয়েছেন, বা কারুর সঙ্গে তিনি দেখা করেছেন এমনটি জানা যায়নি। এর পর কার্যত 'সাইলেন্ট মোডে' চলে যান প্রবীণ এই নেতা। শতচেষ্টা করেও তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। তাঁর ফোন ধরতেন আপ্ত সহায়করা, যারা সংবাদমাধ্যমের আঁচ পেলেই ফোন কেটে দিতেন।

অবশেষে শনিবার সকালে জানা যায়, তিনি এদিন দুপুরে ইন্ডিগোর ফ্লাইটে কলকাতা ফিরছেন। যে 'জরুরি কাজে'র জন্য মুকুলের অপ্রত্যাশিত দিল্লি আগমন, তা আদৌ সম্পন্ন হল কিনা তাও জানা যায়নি, শেষ পর্যন্ত রহস্য রয়েই গেল।

মুম্বাই বিমানবন্দরে ১৮ কেজি সোনা বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার নয়জন বিদেশি মহিলা

মুম্বাই, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : শুল্ক বিভাগ (ডিআরআই) মুম্বাই বিমানবন্দরে ১৮ কেজি সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে। এই ঘটনায় নয়জন বিদেশি মহিলাকে আটক করা হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া সোনার আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য ধরা হয়েছে ১০ কোটি টাকা।

কেনিয়া এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে সোনার সঙ্গে এই মহিলাদের আসার খবর পেয়েছিল ডিআরআই। মুম্বাই বিমানবন্দরে পৌঁছানোর সাথে সাথে তাদের ব্যাগ তল্লাশি করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে ১৮ কেজি সোনা পাওয়া গেছে।

ধৃত মহিলারা হলেন আরদো নুর, শুকরি ফারাহ, কেরো জামা, হাবিবা উমর, এবলা আবদুলাহি, আনাব মুহাম্মদ, আনিসা মুবারক, ইসনিনা ইউসুফ, জয়নব মেহমুদ। ধৃতরা সবাই কাপড় বিক্রির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।

তাদের বয়স ২৬ থেকে ৪৭ বছরের মধ্যে। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে মুম্বাই বিমানবন্দরে ১০ কোটি টাকার সোনা উদ্ধারের পর ডিআরআই ১৮ বিদেশী মহিলাকে গ্রেফতার করেছে।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ফেল, অন্ধ্রে একসঙ্গে আত্মঘাতী ৯ পড়ুয়া

অমরাবতী, ২৯ এপ্রিল(হি.স.) : পরীক্ষায় কেউ পাশ করতে পারেনি, কেউ বা একটি, দুটি বিষয়ে ফেল করেছে। এই ব্যর্থতা মেনে নিতে পারেননি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা। আর তাই ফলাফল বেরনোর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পরপর ৯ জন ছাত্রছাত্রীর আত্মহত্যার খবর মিলল অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে। গত কয়েকমাসে এনিয়ে সেখানে অনেক পড়ুয়ার আত্মহত্যার ঘটনা সামনে এসেছে। যার জেরে পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বুধবার অন্ধ্রের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ফল প্রকাশিত হয়েছে। দেখা গিয়েছে, একাদশে পাশের হার মাত্র ৬১ শতাংশ, দ্বাদশে তা একটু বেশি, ৭২ শতাংশ। দুই শ্রেণি মিলিয়ে মোট ১০ লক্ষ পরীক্ষার্থী ছিল। তাদের অনেকেই পাশ করতে পারেনি। আর সেই হতাশা থেকে নিজেদের শেষ করে দিয়েছে ৯ ছাত্রছাত্রী। শ্রীকাকুলামে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে বি তরুণ নামে ১৭ বছরের এক কিশোর। পরিবার সূত্রের খবর, ছেলেটি ইন্টারমিডিয়েটে অধিকাংশ বিষয়ে পাশ করতে পারেনি। তাই মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়েছিল।

এছাড়া ত্রিনাধাপুরম, কাঞ্চারাপালেমে এক ছাত্র ও এক ছাত্রীর আত্মহত্যার খবর পাওয়া গিয়েছে।

প্রথমজন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। দ্বিতীয়জন অবশ্য একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছিল বলে খবর মিলেছে। তা সত্ত্বেও গলায় দড়ি দিয়ে নিজেকে শেষ করে দিয়েছে ১৮ বছরের ওই তরুণ। এভাবেই চিত্তুর, আনাকাপল্লি-সহ একাধিক জায়গা থেকে ছাত্রছাত্রীদের আত্মঘাতী হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে।

এর মধ্যে একজন পরীক্ষায় পাশ করলেও নম্বর অনেক কম হওয়ার অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছে। সবমিলিয়ে সংখ্যাটা ৯।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ২৯ এপ্রিল(হি.স.) : জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে আজ (শনিবার) যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। তুষারপাতের কারণে মুঘল রোড যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে।

সকাল ৬টা থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে জম্মু থেকে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর থেকে জম্মু পর্যন্ত হালকা যান চলাচল করছে। এই যানবাহনগুলি পাস করার পরে, শ্রীনগর থেকে জম্মুর দিকে ভারী যানবাহন পাঠানো হবে। অবশেষে নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িগুলো যেতে দেওয়া হবে।

কর্মকর্তারা বলছেন, নির্ধারিত সময়ের পর মহাসড়কে কোনও যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হবে না। এদিকে মুঘল রোড থেকে বরফ সরানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার এখানে নতুন করে তুষারপাত হয়েছে।

পট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমছে। গত ২৪ ঘন্টায়, ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলারে নেমে এসেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় এগারো মাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।শনিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।

ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

আজও কালিয়াগঞ্জ জুড়ে ১৪৪ ধারা জারি, বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা

কালিয়াগঞ্জ, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : কালিয়াগঞ্জে পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত। নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনের অভিযোগে উত্তপ্ত কালিয়াগঞ্জে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মীকে গুলি করে খুনের অভিযোগ উঠেছে কালিয়াগঞ্জে। সব মিলিয়ে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত কালিগঞ্জজুড়ে ১৪৪ ধারা জারি, বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা।

মৃত মৃত্যুঞ্জয় বর্মন বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিষ্ণু বর্মনের ভাইপো, দাবি পদ্ম শিবিরের।

বিষ্ণুর বাড়িতে এসে তাঁকে না পেয়ে তাঁর বাবাকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। বাধা দেওয়ায় "গুলি", অভিযোগ বিজেপির। পুলিশের বিরুদ্ধে ২ রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে গিয়েছেন কালিয়াগঞ্জের নিহত বিজেপি কর্মীর মা জ্যোৎস্না বর্মন। যদিও পুলিশের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

মাধ্যমিকের ফল ত্রুটিমুক্ত করতে সতর্ক পর্ষদ, অনলাইনে নম্বর যাচাই প্রক্রিয়া শুরু

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশ প্রক্রিয়া ত্রুটিমুক্ত রাখতে সতর্ক মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এই লক্ষ্যে শনিবার বেলা ১১টা থেকে শুরু হয়েছে অনলাইনে নম্বর ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া। পয়লা মে রাত ১২টা পর্যন্ত তা চালু থাকবে।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষা সংক্রান্ত উপসচিব মৌসুমী ব্যানার্জি ভদ্রের জারি করা এক নোটিফিকেশনে আগেই জানানো হয়েছে, ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.ন্দ্রত্নত্নন্তত্রত্মথ্নণ্ঠথ.ত্বদ্রব্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই নম্বর যাচাই করা হবে। সব উত্তরপত্রে নম্বর সঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতেই এই অনলাইন ব্যবস্থা। পর্ষদের সূত্রে খবর, এবারের মাধ্যমিকের ফল মে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে প্রকাশ করার চেষ্টা চলছে। পর্ষদ সূত্রের খবর, শনিবার বেলা ১১টা থেকে অনলাইনে নম্বর যাচাই প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া চলবে আগামী ১ মে, সোমবার মধ্যরাত পর্যন্ত। স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই অনলাইনে এই প্রক্রিয়া করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বরখাস্ত হওয়া ১০ চাকরি প্রাপককে তলব সিবিআই-এর

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : গ্রুপ-সি নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতে 'অযোগ্য' চাকরি প্রাপকদের এবার তলব করল সিবিআই।

সূত্রের খবর, চাকরি থেকে বরখাস্তদের মধ্যে দশজনকে ইতিমধ্যেই তলব করা হয়েছে। সোমবার থেকে এদের সকলকে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী গোয়েন্দা সংস্থা। নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে সোমবার (১ মে) থেকে পরপর কয়েকদিন এদের প্রত্যেককে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে হবে। গোয়েন্দারা মূলত জানতে চান এই সকল 'অযোগ্য' চাকরি প্রাপকরা কাদের মাধ্যমে চাকরি পেয়েছিলেন? চাকরির বিনিময়ে কত টাকাই বা তাঁরা দিয়েছিলেন? শুধু তাই নয়, সেই টাকার লেনদেন কীভাবে হয়েছিল? কতদিন আগে হয়েছিল? কোন এজেন্টের মাধ্যমে হয়েছিল?

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেও রাখতে দারুণ কাজ করে এই ৪ হোমিওপ্যাথি ওষুধ

স্যামুয়েল হানিম্যানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১০ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে পালন করা হয় হোমিওপ্যাথি দিবস। হানিম্যানকে হোমিওপ্যাথির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মান্য করা হয়। এইদিনটি পালনের বিশেষ উদ্দেশ্য হল হেমিওপ্যাথি নিয়ে লোকজনের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া। এই বছরের বিশ্ব হোমিওপ্যাথি দিবসের থিম হল এক স্বাস্থ্য, এক পরিবার।

প্রায় ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে হোমিওপ্যাথির চর্চা। রোগ, ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে এই হোমিওপ্যাথির ওষুধ। এছাড়াও অনেক রকম রোগ সারাতে সক্ষম হোমিওপ্যাথি। এইসবের পাশাপাশি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতেও কিন্তু কার্যকরী এই হোমিওপ্যাথি। বিশ্বজুড়ে ক্রমেই বাড়ছে ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যা। অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন হরমোন তৈরি হয়। যদি এই হরমোনের পরিমাণ একেবারেই কমে যায় বা কম পরিমাণে উতন্ন হয় তখনই কিন্তু সমস্যা। ডায়াবেটিসের সমস্যা হলে প্রায়শই খিদে পেতে থাকে, মুখ শুকিয়ে যায়, ক্লান্তি থাকে, জল তেষ্টা পায়, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যায়, সেই সঙ্গে কোনও ক্ষত থাকলে তা সারতেও সময় লাগে। রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও কাজে লাগানো যায় এই হোমিওপ্যাথি।

ডায়াবেটিসের সঠিক কোনও চিকিৎসা কিংবা ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। ডায়েট, শরীরচর্চার মাধ্যমেই রক্তশর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। হোমিওপ্যাথি একটি বিকল্প চিকিতা পদ্ধতি। প্রাকৃতিক পদার্থ থেকেই তৈরি হয় হোমিওপ্যাথির ওষুধ। আর তাই শুধুমাত্র এই হোমিওপ্যাথির উপর ভরসা করে থাকবেন না। ডায়াবেটিস থাকলে হোমিওপ্যাথিতে যে সব ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ সাধারণত দেওয়া হয় তা হল- আর্সেনিকাম, অ্যালবাম, অরামমেট, লাইকোপোডিয়াম, মেডেরিনাম, ফসফরাস, সিজিজিয়াম জ্যাম্বো, ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম, নাক্স ভমিকা ইত্যাদি। তবে নিজের থেকে এই সব ওষুধ কিন্তু একেবারেই খাবেন না। যদি চিকিৎসক বলেন তবেই খাবেন। এছাড়াও কঠোর ভাবে যা কিছু অবশ্যই মেনে চলতে হবে-

ডায়েট- যথাসম্ভব কম ক্যালোরির খাবার খেতে হবে। খাবারের মধ্যে যাতে কার্বোহাইড্রেট, শর্করা কম থাকে সেই দিকে নজর রাখুন। শাক-সবজি বেশি পরিমাণে খেতে হবে। মরশুমি ফল খান। ডাল, মাছ, মাংস খান। তবে যে কোনও খাবারই একেবারে হালকা রান্না করে খেতে হবে। অতিরিক্ত তেল, মশলা একেবারেই নয়। চিনি বাদ দিয়ে দিন। খুব মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করলে প্রোটিন লাড্ডু বানিয়ে খেতে পারেন। ওটস, খেজুর, ড্রাই ফ্রুটস এসব দিয়ে লাড্ডু বানিয়ে নিন। চিকিতকের পরামর্শে থাকুন। রোজ শরীরচর্চা করুন। পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুম যাতে হয় সেইদিকে খেয়াল রাখুন। এছাড়াও মানসিক চাপ কম নিন।

রুটি সরাসরি গ্যাসে সেঁকছেন? হতে পারে এই ভয়ঙ্কর রোগ

রুটি আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকার অন্যতম প্রধান খাদ্য। অনকেই সুস্থ থাকতে ভাতের বদলে রুটির ওপর বেশী ভরসা রাখেন। আবার অনেকে একবেলা ভাত খেলেও অন্য বেলা রুটি খাবেনই। ডাক্তারও অনেক রোগীদের ভাতের পরিবর্তে রুটি খাবার পরামর্শ দেন। কিন্তু আপনি কি জানেন, রুটি সেঁকার নিয়মে আপনি প্রতিনিয়ত ভুল করে চলেছেন যার জন্য আপনার শরীরে বাসা বাঁধতে পারে এই মারণ রোগ। সাধারণত আমরা আটা মেখে রুটি বেলে সেই রুটিকে সরাসরি গ্যাসের আঁচে সেঁকে নি। কিন্ত আপনি কি জানেন এই অভ্যাসই সর্বনাশা। গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, গ্যাসের আগুন থেকে নির্গত হয় বিভিন্ন ক্ষতিকারক বস্তু যেমন কার্বনমনো-অক্সাইড, নাইট্রোজেনডাই-অক্সাইড। এগুলি আমাদের শরীরে ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে। এছাড়াও অনুযায়ী, উচ্চতাপাত্রায় করা যেকোনো রান্না শরীরে মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। এমনকি কখনও কখনও ক্যান্সারের কারণও হতে পার। বিশেষজ্ঞদের মতে, রুটির আটা তে থাকে চিনি ও প্রোটিন যা সরাসরি আগুনে সেঁকা হলে acrylamide নামে একটি ক্যামিক্যাল নির্গত করে আর এই ক্যামিক্যাল পেটে গেলে হতে পারে ভয়ঙ্কর সব মারণ রোগ।

ভাজা মাছ খেলেও হতে পারে হার্ট আট্যাক

আমরা বাঙালি জাতি মাছ অনেক পছন্দ করি। নিজের অজান্তেই আমরা ভাজা মাছ খেয়ে আমাদের শরীরকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। তবে বাঙালি হিসাবে মাছ না খেলে নয়। তাই কী মাছ কতটা খাবেন তার উপরেই নির্ভর করছে আপনার শরীরের ভাল মন্দ। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, সপ্তাহে একাধিক বার বা ঘন ঘন ভাজা মাছ খেলে হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ার আশঙ্কা থাকে ৪৫-৪৮ শতাংশমাঝেমধ্যে খেলে স্টকের আশঙ্কা বাড়ে ৪৪ শতাংশ। উচ্চতাপে তেল ফেটে রাসায়নিক তৈরি হয়।ব্যবহার করা তেল দিয়ে ভাজলে আরও বিপদ। বনস্পতি দিয়ে ভাজলে তো কথাই নেই। এতে কোলেস্টরেল বাড়ে আরও বেশি পরিমানে।

তাহলে কি মাছ খাওয়া বন্ধঃ না মাছ খাওয়া বন্ধ নয় তবে ভাজা মাছ খাওয়া বন্ধ। তবে আমরা মাছকে গ্রিল, আগুনে সেকে খেতে পারি। সপ্তাহ পাঁচেক এভাবে খেলে বিপদের আশঙ্কা ৩০ শতাংশ কমে যাবে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। ভাজা মাছ খেতে হলে অল্প করে তেল দিয়ে খেতে পারেন। তবে সাবধান ডুব তেলে ভাজবেন না। তাহলে বিপদ নিকটে চলে আসবে। মাছের পুষ্টিগুণ বজায় রাখতে হলে মাছ ভাজা বাদ দিতে হবে। বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছ সঠিক ভাবে রান্না করে খেলে সুগার, কোলেস্ট্রেল, ওজন, রক্তচাপ, সবকিছু ঠিক থাকে। হার্টআট্যাক ও স্টকের ঝুঁকি অনেক কমে যায়। ৪৯ হাজার মহিলার উপর গবেষণার উপর "আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন" এর "হাইপারটেনশন" নামের জার্নালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, যে সমস্ত মহিলারা সপ্তাহে কিংবা মাসে অন্তত একবার মাছ খান, তাদের তুলনায় যারা খান না তারা ৫০ শতাংশ হৃদ রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি।সুতরাং কোন ভাবেই খাদ্য তালিকা থেকে মাছ বাদ দেওয়া যাবে না। কোন মাছ কতখানি, কিভাবে: মাছ থেকে এ চাহিদা পূরণ করতে চাইলে দেখে নিন "আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন" এর গাইড লাইন কী বলছে। "ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ" এর বিজ্ঞানীদের মতে, সারা দিনে যত ক্যালোরি খাওয়া হয়, তার অন্তত দু'শতাংশ আসা উচিত ওমেগা থ্রি থেকে। মোটামুটি হিসাবে দিনে ৪ গ্রামের মতো। হৃদরোগ ঠেকাতে খান কালচে রঙের মাছ। যেমন, স্যামন, ম্যাকারেল, ব্লু ফিশ। রুই-কাতলা, মৃগেলেও উপকার আছে।তবে খুব পাকা বা দীর্ঘ দিনের বরফ দেওয়া চালানি মাছ হলে সে মাছ এড়িয়ে চলুন।হার্টের সুরক্ষার খাতিরে সপ্তাহে অন্তত দু'-তিন বার ৩.৫ আউন্সের মতো তৈলাক্ত মাছ খান।কোন ক্রমেই ভাজা মাছ খাবেন না। তবে অসুখ বিশুখ না থাকলে মাঝেমধ্যে ভাজা মাছ খেতে পারেন।কিভাবে মাছ রান্না করছেন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

গাজরের জুসখেলে মিলবে যেসব উপকারিতা

গাজর খেতে ভালোবাসেন? প্রতিদিনের সালাদে গাজর থাকে; নুডলস, পাস্তা, কারিতেও গাজরের উপস্থিতি। আবার গাজরের পায়েস কিংবা হালুয়া থেকে মুখ ফেরানো দায়। গাজর তো অনেকভাবে খেয়ে থাকেন। এবার থেকে এর সঙ্গে যোগ করুন গাজরের জুসও। কারণ সুন্দর রং ও স্বাদের এই সবজির আছে অনেক গুণ। প্রতিদিন সকালে একগ্লাস গাজরের রস খেলে মিলবে অনেক উপকার-

শরীরে ভিটামিন পৌঁছে দেয়

গাজর ভিটামিন এ এর অন্যতম উত। এতে থাকে বিটা ক্যারোটিন। যা আমাদের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। পাশাপাশি এটি চোখের অন্যান্য সমস্যাও কমিয়ে আনে। গাজরের জুসের পাশাপাশি কাঁচা গাজরও খেতে পারেন। অনেকের ক্ষেত্রে কাঁচা সবজি ঠিকভাবে হজম হয় না। তারা সামান্য ভাপিয়ে নিয়ে খেতে পারেন।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সহায়ক

ক্যারটিনয়েড অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে গাজরে। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে। সেইসঙ্গে এটি রক্ত শুদ্ধিকরণেও সাহায্য করে। অনেকের মুখে নানা ধরনের দাগ-ছোপ পড়ে থাকে। এ ধরনের দাগ-ছোপ দূর করার ক্ষেত্রেও কার্যকরী ভূমিকা রাখে গাজরের জুস।

ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক

খাবার হজমের পর কিছু উচ্ছিষ্ট থেকে যায় আমাদের শরীারে। একে বলা হয় ফ্রি র্যাডিকেলস বা মৌল। আমাদের শরীরের কিছু কোষ নষ্ট করে এই ফ্রি র্যাডিকেলস। এ ধরনের মৌলের বিরুদ্ধে লড়াই করে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট জাতীয় খাবার। ফলে শরীরে ক্যানসারের কোষ উতাদন কম হয়। প্রতি ১০০ গ্রাম গাজরে ৩৩ শতাংশ ভিটামিন "এ", ৯ শতাংশ ভিটামিন "সি" এবং ৫ শতাংশ ভিটামিন "বি-৬" পাওয়া যায়। এসব ভিটামিন এক হয়ে লড়াই করে ফ্রি র্যাডিকেলসের বিরুদ্ধে।

বৃদ্ধি করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

প্রতিদিন সকালে একগ্লাস গাজরের জুস আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে অনেকটাই। এটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন জীবাণু, ভাইরাস ও বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ দূর করতে সাহায্য করে। ভিটামিন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের খনিজ, পটাশিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি মিলবে গাজরের জুস খেলে। যা হাড় গঠন, স্নায়ুর নানা সমস্যা, মস্তিষ্কের সমস্যা দূর করে থাকে।

র্করা ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে

রক্তে শর্করা ও খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে তা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গাজরের জুস খেলে তা রক্তে শর্করা ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এতে থাকা পটাশিয়ামই এর মূল কারণ। পাশাপাশি এই সবজিতে সুগার ও ক্যালরি থাকে খুবই কম। এটি ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সাহায্য করে। সহজে ফ্যাট বার্ন হয় বলে ওজন নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়ে যায়। প্রতিদিন সকালে শরীরচর্চার পর গাজরের জুস খেলে উপকার পাবেন।

গাজরের জুস তৈরি করবেন যেভাবে

প্রথমে গাজর ধুয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিন। এরপর অল্প ভাপিয়ে নিন। এবার ব্লেন্ডারে গাজরের টুকরো, পরিমাণমতো লবণ, সামান্য চিনি, একচিা চামচ লেবুর রস, ঠান্ডা জল দিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন। জুস তৈরি করে ফেলে রাখবেন না। আধাঘণ্টার মধ্যে খেয়ে নিন।

চোখের কাজল লেপ্টে যায়?

বাঙালি নারীর সাজে চোখে কাজল থাকবে না, তা কি হয়? এই কাজল চোখের প্রেমেই হাবুডুবু কতজন, কত কবির কবিতায় ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা! কাজল চোখে আপনিও তেমন মায়াবতী হয়ে উঠতে চান, কিন্তু মুশকিল বাঁধে চোখে কাজল দেওয়ার কিছুক্ষণ পরই। লেপ্টে যেতে শুরু করে সাধের কাজল। আপনার আর মায়াবতী হয়ে ওঠা হয় না।

চোখে কাজল দিলে কিছুক্ষণ পর যে এভাবে লেপ্টে যেতে থাকে, এই সমস্যার কি সমাধান নেই? নিশ্চয়ই আছে। তবে সেই সমাধানগুলো আপনার জানা থাকতে হবে। তখন আর কাজল দিলেও লেপ্টে যাওয়ার ভয় থাকবে না। কাজল চোখে সারাদিন ঘুরে বেড়ালেও একটুও ম্লান হবে না সৌন্দর্য। চলুন জেনে নেওয়া যাক-

ক্রিম ব্যবহার

চোখে কাজল পরার আগে হালকা হাতে চোখের চারপাশে সামান্য ক্রিম মাসাজ করে নিন। খেয়াল রাখবেন যে ক্রিম ত্বকের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যায়। এর ফলে আপনার ত্বকের অতিরিক্ত তেল দূর হবে। এরপর নিশ্চিন্তে কাজল দিন চোখে। লেপ্টে যাওয়ার ভয় একদমই থাকবে না।

আইস ব্যাগ

কাজল দেওয়ার আগে আইস ব্যাগ দিয়ে চোখের চারপাশে কিছুক্ষণ মাসাজ করে নিতে পারেন। এরপর শুকনো কাপড় দিয়ে চোখের চারপাশ মুছে নিন। এবার পছন্দের কাজল দিন চোখে। এতে দীর্ঘসময় ভালো থাকবে কাজল।

ভেতরের কোণ এড়িয়ে চলুন

সাধারণত আমাদের চোখের ভেতরের কোণে জল থাকে। তাই কাজল দেওয়ার সময় চেষ্টা করুন চোখের ভেতরের কোন এড়িয়ে যেতে। কারণ ভেতরের কোণে কাজল দিলে তা লেপ্টে যাওয়ার কয়েক গুণ ভয় বেড়ে যায়। চোখের নিচে ও উপরে ওয়াটার লাইন ব্যবহার করুন। এতে কাজল দেওয়া সহজ হবে।

ওয়াটারপ্রুফ আইলাইনার

চোখে কাজল দেওয়ার পর ওয়াটারপ্রুফ আইলাইনার ব্যবহার করতে হবে। এতে কাজল লেপ্টে যাওয়ার ভয় কমবে অনেকটাই। এছাড়া চোখে কাজল দেওয়ার পর তার উপরে হালকা পাউডার ব্যবহার করতে পারেন। এতেও কাজল দীর্ঘ সময় ভালো থাকবে।

স্মাজপ্রুফ কাজল

বাজারে পাওয়া যায় স্মাজপ্রুফ কাজল। এই কাজল চোখে দিলে লেপ্টে যাওয়ার ভয় থাকে না। লেপ্টে যাওয়া এড়াতে ব্যবহার করতে পারেন এ ধরনের কাজল। তবে এক্ষেত্রে কাজল কেনার বাজেট কিছুটা বাড়াতে হবে।

দৈনিক খেজুর খাওয়ার ৭টি পুষ্টিকর উপকারিতা

খেজুরের প্রচুর স্বাস্থ্য উপকারিতা এবং পুষ্টি এই ফলকে বিশ্বে সর্বাধিক প্রচলিত খাবারে পরিণত করেছে। খেজুর বিভিন্ন ভিটামিন, খনিজ, শক্তি এবং ফাইবারের একটি ভালো উত। এছাড়াও এতে রয়েছে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং জিঙ্ক। এটি চিনির স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করা হয়, কারণ এটি চিনির মতো ক্যালোরি বাড়ায় না। জেনে নিন কেন প্রতিদিন খেজুর খাওয়া উচিত?

কোলেস্টেরল কমায়

আপনি কি জানেন যে খেজুর কোলেস্টেরল মুক্ত এবং এতে খুব কম চর্বি থাকে? প্রতিদিনের খাবারে অল্প করে খেজুর রাখুন। এটি আপনাকে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং ওজন কমাতে সহায়তা করবে। তাই বাড়িতে খেজুর না থাকলে আজই কিনে আনুন।

প্রোটিনের উত

আপনি যদি সহজে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খেতে চান তবে খেজুর খেতে পারেন। খেজুর প্রোটিনের একটি শক্তিশালী উত যা আমাদের ফিট থাকতে সাহায্য করে, এমনকি আমাদের পেশীগুলোকে শক্তিশালী রাখে। যারা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন তাদের প্রতিদিনের খাবারে খেজুর রাখার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

ভিটামিন সমৃদ্ধ খেজুরে থাকে ভিটামিন বি ১, বি ২, বি ৩, বি ৫, এ ১ এবং সি। এটি আপনাকে সুস্থ রাখার পাশাপশি আপনার শক্তির মাত্রায়ও একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন আনবে। কারণ খেজুরে আছে গ্লুকোজ, সুক্রোজ এবং ফ্রুক্টোজের মতো প্রাকৃতিক শর্করা। সুতরাং এটি প্রতিদিনের নাস্তার বিকল্প হিসেবেও রাখতে পারেন। কারণ দ্রুত শক্তি পেতে খেজুরের চেয়ে ভালো বিকল্প হয় না।

হাড় ভালো রাখে

হাড় ভালো রাখা জরুরি। কারণ হাড়ের সমস্যা দেখা দিলে তা সামলানো মুশকিল হয়ে যায়। আপনি যদি হাড়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে চান তবে নিয়মিত খেজুর খেতে শুরু করুন। এটি হাড় ভালো রাখার ক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে কাজ করে। খেজুরে আছে সেলেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, তামা এবং ম্যাগনেসিয়াম যা আমাদের হাড়কে সুস্থ রাখতে এবং অস্টিওপরোসিসের মতো রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

স্নায়ুতন্ত্রকে ঠিক রাখে খেজুরে থাকা পটাশিয়াম আমাদের শরীরের জন্য ভীষণ উপকারী। বিশেষ করে স্নায়ুতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে এই উপাদান। এতে অল্প সোডিয়ামও থাকে যা আপনার স্নায়ুতন্ত্রকে ঠিক রাখে। এদি পটাশিয়াম কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখে। বুঝতেই পারছেন, খেজুর আমাদের শরীরের জন্য কতটা দরকারি!

আয়রনের অভাব দূর করে

খেজুরে থাকা ফ্লোরিন আপনার দাঁতকে সুস্থ রাখতে কাজ করে। পাশাপাশি খেজুরে আয়রন থাকে। তাই যারা আয়রনের অভাবে ভুগছেন তাদের খেজুর খাওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। গুরুতর আয়রনের অভাবজনিত কারণে রক্তাস্বল্পতা, ক্লান্তি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা হতে পারে। এসব সমস্যা দূর করে খেজুর। এছাড়াও এটি রক্ত পরিশোধনের ক্ষেত্রেও দারুণভাবে কাজ করে।

হজমে উন্নতি করে

আপনি যদি কয়েকটি খেজুর জলেতে ভিজিয়ে সেগুলো প্রতিদিন সকালে খান, তবে তা আপনার হজম ব্যবস্থার দ্রুত উন্নত করবে। এতে আরও আছে উচ্চ ফাইবার। যে কারণে এটি যাদের কোষ্ঠকাঠিন্যে সমস্যায় ভুগছেন, তাদেরও খেতে বলা হয়।

চুলের যত্নে পেঁয়াজের রসের কিছু উপকারিতা

আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে সুস্থ এবং উজ্জ্বল চুল চায় না। আমরা লম্বা এবং সুন্দর চুল পাওয়ার উপায় খুঁজতে থাকি। তাছাড়া আমরা কেউই চুল পড়া, অকালে টাক পড়া, রুক্ষ হয়ে যাওয়া এবং চুল সম্পর্কিত অন্যান্য অনেক সমস্যা থেকেও দূরে থাকতে চাই। যদি আপনি চুল ঝরে যাওয়ার সমস্যা দূর করতে এবং আগের মতো ঘন চুল ফিরে পেতে চান তবে ব্যবহার করতে পারেন পেঁয়াজের রস।

পেঁয়াজের রস নতুন চুল গজানো এবং নতুন চুলের বৃদ্ধির জন্য একটি নিশ্চিত পদ্ধতি। এটি চুলের সমস্যা মোকাবেলার অন্যতম সেরা উপায়। পেঁয়াজের রস অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এনজাইম ক্যাটালেসের মাত্রা বাড়িয়ে চুলের বৃদ্ধিকে উন্নত করে। এটি সালফার সমৃদ্ধ উপাদান দিয়ে চুলের ফলিকলকে পুষ্ট করে। সমৃদ্ধ সালফার উপাদান চুল পাতলা ও ভাঙা কমাতেও সাহায্য করে।

পেঁয়াজ একটি নিরাপদ, প্রাকৃতিক এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ঘরোয়া প্রতিকার যা আপনার চুলের জন্য দারুণ হতে পারে। যদি আপনার পেঁয়াজের প্রতি অ্যালার্জি থাকে তবে চুলে পেঁয়াজের ব্যবহার না করাই ভালো। চুলের সমস্যা দূর করার জন্য কীভাবে পেঁয়াজের রস ব্যবহার করবেন, চলুন জেনে নেওয়া যাক-

মাথার ত্বক আর্দ রাখতে

চুল ময়েশ্চারাইজ ও কন্ডিশন করতে অলিভ অয়েল এবং পেঁয়াজের রসের মিশ্রণ ভীষণ উপকারী। সেইসঙ্গে এই মিশ্রণ মাথার ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করতে এবং খুশকি তাড়াতেও সাহায্য করে। মিশ্রণটি তৈরির জন্য লাগবে ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল ও ৩ টেবিল চামচ পেঁয়াজের রস। উপকরণ দু'টি ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে মাথার ত্বকে মাসাজ করতে হবে। এতে মাথার ত্বকে রক্ত চলাচল ভালো হয়। মাসাজ করা হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে চুল ধুয়ে ফেলবেন না যেন! এভাবেই রেখে দিন ঘণ্টা দুয়েক। এরপর কোনো সুন্দর গন্ধযুক্ত মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার করে নিন। কারণ পেঁয়াজের গন্ধ আপনার বিরক্তির কারণ হতে পারে। গন্ধ দূর করার জন্য শ্যাম্পুর সঙ্গে মিশিয়ে নিতে পারেন এসেন্সিয়াল অয়েল।

খুশকি দূর করে

খুশকি দূর করতে সাহায্য করে টি-ট্রি অয়েল, এদিকে চুলে পুষ্টি যোগায় নারিকেল তেল। পেঁয়াজের রসের সঙ্গে এই দু'টি তেল মেশালে তা আরও বেশি কার্যকরী হয়ে ওঠে। খুশকি দূর করার জন্য আর দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হবে ২ টেবিল চামচ পেঁয়াজের রস, ২ টেবিল চামচ নারিকেল তেল ও ৪-৫ ফেঁটা টি-ট্রি অয়েল। এরপর সব উপকরণ ভালোভাবে মেশাতে হবে। মেশানো হয়ে গেলে মিশ্রণটি মাথার ত্বকে ভালোভাবে মাসাজ করুন। ঘণ্টাখানেক পর চুল ভালো করে ধুয়ে নিন। চুলের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনে পেঁয়াজের রস চুলের জন্য উপকারী তো বটেই, আলুর রসও কিন্তু কম উপকারী নয়। আলুর রস চুলের ফলিকল স্টিম্যুলেট করে নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে। আলুর রসে থাকে ভিটামিন বি, ভিটামিন সি এবং জিঙ্ক অক্সাইড। এসব উপাদান চুলের জন্য ভীষণ কার্যকরী। মিশ্রণ তৈরির জন্য প্রয়োজন হবে ২ টেবিল চামচ পেঁয়াজের রস ও ২ টেবিল চামচ আলুর রস। পেঁয়াজ এবং আলুর রস একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার পরিষ্কার তুলার সাহায্যে ভালো করে স্ক্যাল্পে লাগান। দশ থেকে পনেরো মিনিট ভালোভাবে মাসাজ করুন। এভাবে দুই ঘণ্টা রেখে শ্যাম্পু করে নিন।

আপনি ধূমপান ত্যাগ করতে পারছেন না?

"ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক" - এ কথা আজ সবাই জানেন। চারিদিকে এত প্রচার হওয়ার পরও বহু মানুষ ধূমপানে আসক্ত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটা এমন একটা অভ্যাস, যা একবার শুরু করলে সহজেই ছাড়া যায় না ঠিকই, তবে একেবারে অসম্ভব নয়। যেকোনও অভ্যাসই যদি মানুষ মনে করে ত্যাগ করবে, তাহলে তা ত্যাগ করা সম্ভব। তবে অবশ্যই তার জন্য কিছু পদ্ধতি মেনে চলা প্রয়োজন। চলুন জনেনে নেওয়া যাক ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করার কিছু সহজ উপায়.. যারা নিয়মিত ধূমপান করেন, তারা যদি হঠাতধূমপান বন্ধ করে দেন তাহলে তাদের নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নিকোটিনের ব্যবহার বন্ধ হওয়ার কারণে মাথাব্যথা হতে পারে, বিরক্তি বা মেজাজ বিগড়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির সাহায্য নিতে পারেন। এখন মার্কেটে নিকোটিন গাম, লজেঞ্জ পাওয়া যায়। এগুলো ব্যবহার করে ধূমপানের আসক্তি কমানোর চেষ্টা করতে পারেন। নন-নিকোটিন ওষুধের সাহায্য নিতে পারেন। ধূমপান বন্ধ করতে যদি নন-নিকোটিন ওষুধ ব্যবহার করতে চান, তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন এবং তার কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন নিন। যারা ধূমপানে আসক্ত তাদের পক্ষে এটি ত্যাগ করা খুবই চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। জোর করে ছাড়াতে গেলে নানান মানসিক এবং শারীরিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এর কারণে মস্তিষ্কে নানা সমস্যা দেখা দেয়। ধূমপান ত্যাগের জন্য অনেক জায়গায় ক্লাস করানো হয়। কাউন্সিলিং করানো হয়। প্রয়োজনে সেগুলোতে যোগ দিতে পারেন। আপনার কাছের বন্ধু, পরিবারের সদস্য এবং ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে কথা বলুন। তাদের জানান যে আপনি ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। দেখুন তারা কী পরামর্শ দিচ্ছে। এ বিষয়ে তারা আপনাকে উতাহিত করতে পারে। প্রয়োজনে মনোবিদের পরামর্শ নিন। ধূমপান ত্যাগের জন্য যোগাসন, প্রাণায়াম, মেডিটেশন, গান শোনা, প্রভৃতি অভ্যাস করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া, আপনি যা করতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন সেটা করুন। নিয়মিত শরীরচর্চা করলে এই সমস্ত অভ্যাস ত্যাগ করা সম্ভব বলে মত তাদের। নিজেকে কিছুটা সময় দিন। পছন্দের জায়গায় বেড়াতে যান, নিজের পছন্দমতো খাবার খান। একেবারে হালকা ফুরফুরে মেজাজে থাকার চেষ্টা করুন। ধূমপানের কথা মনেই আনবেন না। বাড়ি থেকে ধূমপানের সমস্ত কিছু দূর করে ফেলুন।

আন্দোলনরত কুস্তিগীরদের পাশে প্রিয়াঙ্কা, কংগ্রেস নেত্রী বললেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে কোনও প্রত্যাশা নেই

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লির যন্তর মন্তরে ডাব্লিউএফএই (রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া)-এর প্রধান এবং বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কুস্তিগীরদের সঙ্গে দেখা করেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা।
একইসঙ্গে প্রশ্ন তুললেন কেন বাঁচানো হচ্ছে ব্রিজভূষণ সিংকে? দিল্লির যন্তর মন্তরে কুস্তিগীরদের আন্দোলন শনিবার সপ্তম দিনে পড়েছে।
এদিন সকালে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা নিজে কুস্তিগীরদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাও বলেন। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এদিন ভিনেশ ফোগাট, সাক্ষী মালিক এবং বজরং পুনিয়ার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে তাঁদের দাবিদাওয়া, অভিযোগের কথা শোনেন।
কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভরত কুস্তিগীরদের সঙ্গে দেখা করে কেন্দ্রকে নিশানা করে বলেন,'যে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে তা কেউ জানে না।
কেন তারা তা দেখাচ্ছে না? যখন এই কুস্তিগীররা দেশের হয়ে পদক জেতে, আমরা সবাই টুইট করি এবং গর্ববোধ করি কিন্তু এখন তাঁরা রাস্তায় নেমেছে ন্যায়বিচারের আশায় এবং তারা ন্যায়বিচার পাচ্ছে না। মহিলা কুস্তিগীররা এই পর্য্যায়ে পৌঁছানোর জন্য অনেক সংগ্রাম করে এবং আমি বুঝতে পারছি না সরকার কেন ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে বাঁচাতে মরিয়া?
প্রিয়াঙ্কা আরও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার কোনও প্রত্যাশা নেই, কারণ তিনি যদি এই কুস্তিগীরদের নিয়ে চিন্তিত হন, তাহলে কেন তিনি এখনও তাদের সঙ্গে কথা বলেননি অথবা দেখা করেননি। দেশ তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমি খুব গর্বিত যে এই কুস্তিগীররা এই ধরনের সমস্যার বিরুদ্ধে নিজেদের আওয়াজ তুলেছেন।'
উল্লেখ্য, দিল্লি পুলিশ শুক্রবারই বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে ২টি এফআইআর দায়ের করেছে। দিল্লি পুলিশের এই এফআইআর প্রসঙ্গে ব্রিজভূষণ বলেছেন, 'আমি এখনও এফআইআর কপি পাইনি। এফআইআর কপি পেলেই কথা বলবো।'

সড়ক দুর্ঘটনায় হরিয়ানার পুলিশ ইন্সপেক্টরের মৃত্যু

চণ্ডীগড়/নাগপুর, ২৯ এপ্রিল(হি.স.) : শনিবার সকালে মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা জেলায় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন হরিয়ানার পুলিশ ইন্সপেক্টরে নেহা চৌহান এবং একজন অভিযুক্ত সহ তিন পুলিশ কর্মী আহত হন। আহতদের ওয়ার্ধা জেলার সাভাঙ্গি মেঘে গ্রামে অবস্থিত আচার্য্য বিনোবা ভাব গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে আহতদের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত ও স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।
হরিয়ানার পঞ্চকুলার পুলিশ দল একটি মামলায় অভিযুক্ত বৈজনাথ মধুকর শিবদেকে গ্রেফতার করার পর মহারাষ্ট্রের পারভানি থেকে ফিরছিল। হরিয়ানার পঞ্চকুলা পুলিশের জিপসি আজ সকাল ৭.৩০ টায় ওয়ার্ধা জেলার পিম্পরি-মেঘের কাছে পান্ডারকাওয়াদা গ্রামের কাছে একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় পঞ্চকুলা পুলিশের সাহসী পুলিশ আধিকারিক নেহা চৌহান ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং অভিযুক্ত বৈজনাথ শিবদে সহ হরিয়ানা পুলিশের ৩ কর্মী আহত হন।
আহত পুলিশদের মধ্যে রয়েছেন বিট্টু ওরফে শমসের জগদা (২৮), সানি কুমার (২৮) এবং সাবিন্দর সিং (৪১)। দুর্ঘটনার পর আহত সকলকে স্থানীয় আচার্য্য বিনোবা ভাবে গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের প্রশাসনিক আধিকারিক রাজেশ সাভালাখে জানিয়েছেন, হরিয়ানার ৩ জন পুলিশ কর্মী এবং অভিযুক্তসহ মোট ৪ জনকে সকালে হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে সকলের চিকিৎসা শুরু করেছেন চিকিৎসকরা। বর্তমানে আহত সকলের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত। তার স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখছেন চিকিৎসক দল।

চট্টগ্রামে লাইনের পাশে টায়ারের গুদামে বিধ্বংসী আগুন, বন্ধ ট্রেন চলাচল

চট্টগ্রাম, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : বাংলাদেশে রেললাইনের পাশে টায়ারের গুদামে বিধ্বংসী আগুন। শনিবার দুপুরে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের ঘটনায় নিরাপত্তার স্বার্থে বন্ধ হয়ে গেল ট্রেন চলাচল। দমকলের ৭টি ইঞ্জিন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছে। আগুন লাগার দরুন সেসময় ঢাকা থেকে চট্টগ্রামমুখী 'সোনার বাংলা এক্সপ্রেস' চট্টগ্রাম স্টেশনের ঢোকার এক কিলোমিটার আগে আটকে দেওয়া হয় ট্রেনটিকে। আটকে পড়ে অন্যান্য ট্রেনও। যার জেরে বিপাকে পড়েন যাত্রীরা।
চট্টগ্রাম নগরের দেওয়ানহাট ব্রিজ এলাকায় টায়ারের গুদামে আগুন লাগে দুপুর ১টা নাগাদ। রেলওয়ে কন্টোল রুমের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনের পাশেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রেললাইনের পাশে আগুন লাগার কারণে নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। ঢাকা থেকে চট্টগ্রামমুখী 'সোনার বাংলা এক্সপ্রেস'-এর চট্টগ্রাম স্টেশনে প্রবেশ করার কথা ছিল। কিন্তু ট্রেনটিকে স্টেশন থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে চট্টগ্রাম জংশন কেবিনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম থেকে ঢাকামুখী মহানগর এক্সপ্রেস ও ময়মনসিংহগামী বিজয় এক্সপ্রেসকেও স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়।
স্টেশন মাস্টার জাফর আলম জানান, যে টায়ারের গুদামে আগুন লেগেছে, তা রেললাইনের পাশেই। আগুনের কারণে ট্রেন চালানো সম্ভব হচ্ছে না। এই জন্য মহানগর এক্সপ্রেস ও বিজয় এক্সপ্রেস ছাড়তে অনেকটা দেরি হবে। আগুন নিয়ন্ত্রণে এলে পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখে তবেই ট্রেন চলাচল শুরু হবে। চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের কন্টোল রুম থেকে জানানো হয়, টায়ারের গুদামে আগুন লেগেছে। ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট আগুন নেভানোর জন্য ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। তারা তৎপরতার সঙ্গে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে।

নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেন ব্রিজভূষণ

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করলেন ডাব্লিউএফএই (রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া)-এর প্রধান এবং বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিং। তাঁর দাবি, আমি নির্দোষ এবং তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। শনিবার সকালে ব্রিজভূষণ নিজেই জানিয়েছেন, 'আমি নির্দোষ এবং তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। আমি তদন্তকারী সংস্থাকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমার সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে এবং আমি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকেও সম্মান করি।'
ব্রিজভূষণের ইস্তফার দাবি তুলছেন আন্দোলনরত কুস্তিগীররা, এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'পদত্যাগ করা কোনও বড় কথা নয়, কিন্তু আমি অপরাধী নই। আমি যদি পদত্যাগ করি, তার মানে হবে আমি তাদের (কুস্তিগীরদের) অভিযোগ মেনে নিয়েছি। আমার মেয়াদ প্রায় শেষ। সরকার ৩ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে এবং ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন হবে এবং নির্বাচনের পর আমার মেয়াদ শেষ হবে।"" ব্রিজভূষণ আরও বলেছেন, 'প্রতিদিন তাঁরা (কুস্তিগীর) নিজেদের নতুন দাবি নিয়ে আসছেন। তাঁরা এফআইআর দাবি করেছে, এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং এখন তাঁরা বলছে আমাকে জেলে পাঠানো হোক এবং সব পদ থেকে পদত্যাগ করা হোক। আমি আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষের জন্য সাংসদ। শুধুমাত্র একটি পরিবার এবং আখরা (বিরোধিতা করছে) এবং হরিয়ানার ৯০ শতাংশ খেলোয়াড় আমার সঙ্গে আছে।'
মহিলা কুস্তিগীররা ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনেছেন, দিল্লি পুলিশ শুক্রবারই বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে দু"টি এফআইআর দায়ের করেছে। দিল্লি পুলিশের এই এফআইআর প্রসঙ্গে ব্রিজভূষণ বলেছেন, 'আমি এখনও এফআইআর কপি পাইনি। এফআইআর কপি পেলেই কথা বলবো।'

অপারেশন কাবেরী : সুদান থেকে দিল্লি ফিরলেন ২৩১ জন ভারতীয়, অভিযানে যোগ দিল ইন্ডিগোও

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): অপারেশন কাবেরীর অধীনে সংঘর্ষদীর্ণ সুদান থেকে দেশে ফিরলেন আরও ২৩১ জন ভারতীয় নাগরিক। সুদান থেকে উড়ে আসা একটি বিমান শনিবার সকালে নতুন দিল্লির বিমানবন্দরে এসে নামে, ওই বিমানে ২৩১ জন ভারতীয় নাগরিককে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। দেশে মাটিতে পা রাখার পর সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেছেন।
প্রসঙ্গত, সংঘর্ষদীর্ণ সুদানে আটকে পড়া ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদে উদ্ধারের জন্য অপারেশন কাবেরী শুরু করেছে ভারত সরকার। এই অভিযানে এবার অংশ নিয়েছে ইন্ডিগোও। ইন্ডিগোর বিমানে শনিবারই জেদ্দাহ থেকে নতুন দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন ২৩১ জন ভারতীয় নাগরিক। অপারেশন কাবেরীর অধীনে এখনও পর্যন্ত ২, ৪০০ জনের বেশি ভারতীয় নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে।

শুধুমাত্র ডাবল-ইঞ্জিন ও দ্বিগুণ শক্তির সরকারই কর্ণাটককে এক নম্বর করতে পারে : প্রধানমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): শুধুমাত্র ডাবল-ইঞ্জিন ও দ্বিগুণ শক্তির সরকারই কর্ণাটককে এক নম্বর করতে পারে। দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার কর্ণাটকের হুমনাবাদের একটি নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কর্ণাটকের নির্বাচন শুধুমাত্র এখানে ৫ বছরের জন্য সরকার গঠনের জন্য নয়, রাজ্যকে দেশের মধ্যে নম্বর এক করার জন্য! এই নির্বাচন উন্নত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কর্ণাটকের ভূমিকা নির্ধারণ করবে।'
প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কর্ণাটককে দেশের মধ্যে এক নম্বর রাজ্যে পরিণত করতে হলে, এখানে ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকা খুবই জরুরি। কংগ্রেস সরকারের আমলে প্রতি বছর প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার বিদেশী বিনিয়োগ কর্ণাটকে আসত, যেখানে বিজেপি সরকারের অধীনে প্রতি বছর প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকার বিদেশী বিনিয়োগ কর্ণাটকে আসছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকার মানে- ডাবল লাভ, ডাবল স্পিড।'
কংগ্রেস ও জেডি (এস)-কে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'কংগ্রেস এবং জেডি (এস) কৃষকদের ঘৃণা করে এবং তারা কখনই কৃষকদের কল্যাণে কিছু করতে পারে না। বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা প্রসারিত করার জন্য ডিবিটি-র কারণে, তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কৃষকদের তালিকাও পাঠায়নি, কারণ ডিবিটি প্রক্রিয়া তাঁদের অর্থ খাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই লক্ষ লক্ষ

কৃষক প্রধানমন্ত্রী কিষাণ যোজনা এবং অন্যান্য সম্পর্কিত প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পেতে শুরু করেছেন।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানের কৃষকদের কংগ্রেস যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। কংগ্রেস এই অঞ্চলের আখ চাষিদের নিজেদের অবস্থাতেই ছেড়ে দিয়েছিল, যখন আমরা তাঁদের সমস্যাগুলি অগ্রাধিকার দিয়ে সমাধান করছি।...কংগ্রেস কখনওই গরিবের সমস্যা বোঝেনি, দারিদ্র দেখেনি। কংগ্রেস সেই দল, যা উন্নয়নেও রাজনীতি করে, বাধা সৃষ্টি করে।'

ভারতে করোনার প্রকোপ, প্রাণ হারালেন ২৫ জন

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ কিছুটা কমেছে, তবে চিন্তা কমছে না। একদিনে মৃত্যুর সংখ্যাও নিম্নমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৭,১৭১ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ২৫ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৫১,৩১৪-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ২৫ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,৫০৮-এ পৌঁছে গিয়েছে।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৩,৫৬, ৬৯৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭০ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০৩,৮৭৫ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,৬৩,০৯৪ জন।

খুন করে মৃতদেহ পুঁতে দিয়ে পালালো দুষ্কৃতীরা

সোনারপুর, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) মাঠের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে এক ব্যক্তির দেহের খানিকটা অংশ পুঁতে দিয়ে পালালো একদল দুষ্কৃতী। শুক্রবার রাতের এই যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিন ২৪ পরগনার সোনারপুরের বিদ্যাধরপুর এলাকায়। শনিবার সকালে ফাঁকা জমি থেকে উদ্ধার করা হয় অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ। স্থানীয় বাসিন্দারা সকালে মাঠে গরু বাঁধতে এসে দেখতে পান সেই আধপোঁতা দেহটি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর দেওয়া হয় সোনারপুর থানার পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করেছে। দেহ আজই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে।
পুলিশ সুত্রে খবর, দেহে একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন আছে ঐ মৃত ব্যক্তির শরীরে। মাথার অংশ গর্ত থেকে তুলে দেখা যায় গলার নলিকাটা ও মাথার পিছন দিকটা থেতলানো। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান খুন করা হয়েছে ঐ ব্যক্তিকে। খুন করে বাইরে থেকে দেহ এনে এখানে ফেলে যাওয়া হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি নিহত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। এই ঘটনায় কে বা কারা জড়িত সে বিষয়েও শুরু হয়েছে তদন্ত।

সাইকেল আরোহীকে পিষে দিল ডাম্পার

শ্রীরামপুর, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): বেপরোয়া ডাম্পারের ধাক্কায় এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যুকে ঘিরে অশান্ত হয়ে উঠল হুগলির শ্রীরামপুর। দুর্ঘটনার প্রতিবাদে টায়ার জ্বালিয়ে দিল্লি রোড অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দিল্লি রোডের উপর ট্র্যাফিক কিয়স্কে ভাঙচুর করে উত্তেজিত জনতা। স্লোগান ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। অশান্তির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় পুলিশবাহিনী। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে র‍্যাফও নামাতে হয়।
স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকালে শ্রীরামপুরের পিয়ারাপুর মোড়ে দিল্লি রোড ধরে এক মহিলা সাইকেল আরোহী যাচ্ছিলেন। আচমকা তাঁকে পিষে দিয়ে যায় একটি ডাম্পার। মৃতার নাম পুষ্পা সাঁতরা (৫৬)। বড় বেলুমনসাতলার বাসিন্দা ওই মহিলার মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তার পাশ দিয়েই সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিলেন মহিলা। কিন্তু বেপরোয়া ভাবে ডাম্পার চালানোর ফলে এই দুর্ঘটনা হয়েছে। এমনকি ট্র্যাফিক পুলিশ থাকা সত্ত্বেও বার বার ওই এলাকায় দুর্ঘটনা হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

মুক্তিরচক গণধর্ষণ মামলা: দোষী ৮ জনের ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

হাওড়া, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : মুক্তিরচক গণধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত ৮ জনকে সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আমতা আদালত। শনিবার দোষীদের ২০ সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এই ঘটনায় মোট ৪৯ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে। গণধর্ষণের ঘটনার ৮৭ দিনে চার্জশিট পেশ করে পুলিশ।
বৃহস্পতিবারই বিচারক রোহন সিনহা অভিযুক্ত ১০ জনের মধ্যে ৮ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বাকি দু'জনের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রমাণ না থাকায় তাদের নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছিল।
২০১৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে আমতার মুক্তিরচক গ্রামে এই গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল। ওই রাতে এক গৃহবধূ তাঁর জা, শ্বাশুড়িকে গণধর্ষণ করে এই ৮ জন। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৯ (অবৈধ জমায়েত), ৩২৩ (শারিরীক নিগ্রহ, মারধর), ৪৫০ (বেআইনিভাবে প্রবেশ) ও ৩৭৬ ডি (গণধর্ষণ) এসব ধারায় তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়। দোষীরা হল বরুণ মাখাল, বংশী গায়েন, নব গায়েন, সৈকত মণ্ডল, সুকান্ত পাত্র, গৌতম মাখাল, গৌরহরি মাখাল ও শংকর মাখাল। আর নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছে জগৎ মণ্ডল ও রঞ্জিত মণ্ডলকে।
মূল ঘটনার পরপরই ধর্ষিতাদের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ধীরে ধীরে আমতা থানার পুলিশ সকলকেই গ্রেফতার করে। এরপর ২০১৪ সালের নভেম্বর মাস থেকে আমতা আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। মাঝে দোষীরা হাই কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছিল। তবে এলাকায় ঢোকা তাদের নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া নির্যাতিতাদের যথাযথ নিরাপত্তার জন্য মুক্তিরচক গ্রামে পুলিশের শিবির করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে।
প্রসঙ্গত, এই মুক্তিরচক গণধর্ষণ মামলা রাজ্যে সাড়া জাগানো ঘটনার মধ্যে অন্যতম। অভিযোগ, রাতে এলাকার আলো নিভিয়ে নির্যাতিতাদের বাড়িতে ঢুকে গৃহবধূ ও তাঁর শাশুড়িকে গণধর্ষণ করা হয়। এলাকার লোকেরা আওয়াজ পেলেও ভয়ে কেউ বের হয়নি। গৃহবধূর জেঠিশাশুড়ি কোনওরকমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় অন্ধকারে একলা ছুটতে থাকেন পুলিশের কাছে যাওয়ার জন্য। পথমধ্যে টহলরত পুলিশকে দেখতে পান। তাঁদের ঘটনা কথা বলেন।
পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর দু'জনকে ভরতি করানো হয় উলুবেড়িয়া তৎকালীন মহাকুমা হাসপাতালে। রাজ্যজুড়ে সাড়া পড়ে যায় এই ঘটনায়।

বোমা বন্ধ না হলে আলোচনা হবে না: সুদানের আরএসএফ প্রধান

খার্তুম, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : সুদানের লড়াইরত জেনারেলদের একজন, আধা-সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) প্রধান মহাম্মদ হামদান হেমেডটি ডাগালো বলেছেন, লড়াই বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোন আলোচনায় যাবেন না। দেশটির সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত এই জেনারেল হেমেডটি নামে ভালোভাবে পরিচিত। তিনি বলেন, তিনদিনের যুদ্ধবিরতির সময় তার যোদ্ধাদের ওপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। চলমান হিংসার জন্য তিনি দায়ী করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহানকে।
জেনারেল বুরহান দক্ষিণ সুদানে সরাসরি আলোচনার বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সম্মতি দিয়েছিলেন।
প্রতিবেশী দেশগুলোর পাশাপাশি আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও রাষ্ট্রসংঘের কূটনৈতিক চেষ্টায় বৃহস্পতিবার সেখানকার যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। এক সাক্ষাৎকারে হেমেডটি জানান, তিনি আলোচনায় রাজি কিন্তু শর্ত হল যুদ্ধবিরতি মানতে হবে। তিনি বলেন, শত্রুতা বন্ধ করুন। এরপরই আমরা আলোচনায় বসতে পারি।
তিনি বলেন, জেনারেল বুরহানের সঙ্গে তার কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা নেই। তবে তিনি দেশটির ক্ষমতাচ্যুত শাসক ওমর আল বশিরের অনুগতদের সরকারে নিয়ে আসার অভিযোগ করে জেনারেল বুরহানকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে উল্লেখ করেন।

গড়িয়া জাতি জনজাতি অংশের মানুষের উৎসব : মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। গড়িয়া উৎসব এখন সর্বজনীন উৎসবের রূপ নিয়েছে। বাবা গড়িয়া শক্তির দেবতা। এক সময় গড়িয়া উৎসব জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও আজ এই উৎসব রাজ্যের সকল জাতি ও জনজাতি অংশের মানুষের উৎসব। আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার আজ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে গড়িয়া ও চিরাচরিত খাদ্য উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন। আগরতলা শহরে এ ধরনের একটি উৎসবের আয়োজন করায় মেয়র দীপক মজমদার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, গড়িয়া পূজা রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী পূজা। এই পূজা শস্য উৎপাদন, পরিবার, সমাজ ও রাজ্যের কল্যাণে আয়োজন করা হয়। গড়িয়া উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত চিরাচরিত খাদ্য উৎসবে মোট ২০টি স্টল খোলা হয়েছে। স্বউদ্যোগী জনজাতি মহিলারা নিজ হাতে তৈরি নানা সুস্বাদু খাবার এই স্টলগুলিতে প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন। এতে রয়েছে চাখুই, বাঙ্গই, আমের চাটনি, জস, কেক, পাছড়া, চুড়ি, গয়না, হস্ততাঁত ও হস্তশিল্প সামগ্রী।

উৎসবে ৪টি সাংস্ক'তিক দল গড়িয়া ও মামিতা নৃত্য পরিবেশন করে। যা দর্শকদের মন জয় করে নেয়। আস্তাবলস্থিত পানতীয় স্পোর্টিং সোসাইটির উদ্যোগে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, জনজাতি গবেষণা সংস্থা এবং টিটিএএডিসির যৌথ সহায়তায় এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ক'পা সিন্ধ জমাতিয়া ও তার দল। সভাপতিত্ব করেন পানতীয় স্পোর্টিং সোসাইটির সভাপতি সুভাষ দেববর্মা।

মুম্বইয়ে ৪০ লক্ষ টাকার মাদক উদ্ধার

মুম্বই, ২৯ এপ্রিল(হি.স.) : মুম্বইতে অ্যান্টি-নারকোটিক্স সেল (এএনসি) দল তিনটি ভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে ৪০ লাখ টাকার মাদকসহ পাঁচ পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। এই সমস্ত অভিযুক্তদের এএনসি দল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করছে।পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার এএনসি-র ওয়ারলি দল গোরেগাঁওয়ের সন্তোষ নগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৭৫ গ্রাম এমডি ড্রাগ সহ দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। উদ্ধারকৃত মাদকের মূল্য আনুমানিক ১৫ লাখ টাকা। একইভাবে, এএনসি-র ঘাটকোপার দল মহিমের কাসলুনা বিল্ডিংয়ের কাছে অভিযান চালিয়ে ৬৮ গ্রাম এমডি সহ ২৪ বছর বয়সী যুবককে গ্রেফতার করে। ওই যুবকের কাছ থেকে জব্দ করা এমডির মূল্য ১৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা। এছাড়াও এএনসি-র বান্দ্রা দল সায়ন-মাহিম জোড় রোড থেকে ৫২ গ্রামের এমডি সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে। উভয়ের কাছ থেকে জব্দ করা এমডির মূল্য ১০ লাখ ৪০ হাজার টাকা। পুলিশ জানিয়েছে, মাদকসহ আটক সকল আসামির বয়স ২১ থেকে ২৮ বছর।

দুটি পৃথক মারামারির ঘটনায় গ্রেফতার চার

ক্যানিং, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : জমি নিয়ে প্রতিবেশীর সাথে মারামারির ঘটনায় ক্যানিংয়ের থুমকাঠি গ্রাম থেকে গ্রেফতার হলেন দুপক্ষের দুজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিংয়ের থুমকাঠি গ্রাম থেকে শুক্রবার রাতেই সমীর সর্দার ও রঞ্জিত সর্দার নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। ধৃত দুজনকেই শনিবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।অন্যদিকে, জমি নিয়ে প্রতিবেশীর সাথে মারামারির অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করল ক্যানিং থানার পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যবাসী

● **প্রথম পাতার পর**

জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ এবং প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এছাড়াও এই রাজ্য থেকে যে সমস্ত ব্যক্তিদের কাজ পূর্বেকার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রশংসিত হয়েছে এমন পাঁচ জনকে 'মন কি বাত'-এর ১০০তম পর্বের বিশেষ চলমান প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের ৩০ অক্টোবর শুক্রবার পবিত্র বিজয়া দশমী উপলক্ষে অল ইন্ডিয়া রেডিও (এআইআর)-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী 'মন কি বাত'-এর প্রথম পর্বের সম্প্রচার করা হয়েছিল। ২০১৫ সালের এপ্রিল থেকে মন কি বাত মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান প্রতি মাসের শেষ রবিবার সম্প্রচার করা হচ্ছে এবং তার সাম্প্রতিকতম সম্প্রচার ৯৯-তম পর্ব উপস্থাপন করা হয়েছিল গত ২৬ শে মার্চ। মন কি বাত-এর প্রথম পর্বের সময়কাল ছিল ১৪ মিনিটের, যা দ্বিতীয় পর্বে বেড়ে হয় ১৯ মিনিট এবং ২৬ মিনিট হয় তৃতীয় পর্বটি। ৪র্থ-পর্ব থেকে প্রতি পর্বের সময়কাল চলতে থাকে ৩০ মিনিট করে।

প্রাথমিকভাবে, সম্প্রচার ছিল শুধুমাত্র হিন্দি ভাষায় এবং ২০১৬ সালের ৩১ জানুয়ারি থেকে পর্যায় ক্রমে ইংরেজি সংস্করণ এবং ২০১৭ সালের ২৮ মে থেকে সংস্কৃত সংস্করণ শুরু হয়েছে। বর্তমানে, ২২-টি ভারতীয় ভাষা ও ইংরেজি সহ ২৩-টি ভাষায়, ২৯-টি উপভাষা (২৫-টি উত্তর পূর্বের এবং ৪-টি ছত্তিশগড় থেকে) এবং ১১-টি বিদেশী ভাষায় মন কি বাত সম্প্রচার করা হচ্ছে।

ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে রয়েছে হিন্দি, সংস্কৃত, পাঞ্জাবি, তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মারাঠি, গুজরাটি, মালয়ালম, ওড়িয়া, কোঙ্কানি, নেপালি, কাশ্মিরি, ডোগরি, মণিপুরি, মৈথিলি, বাংলা, অসমিয়া, বোড়ো, সাঁওতালি, উর্দু এবং সিন্ধি। উপভাষাগুলি হল ছত্তিশগড়ি, গোন্ডি, হালবি, সারগুজিয়া, পাহাড়ি, শিনা, গোজরি, বালটি, লাদাখি, কার্বি, খাসি, জয়ন্তিয়া, গারো, নাগামিজ, মার, পাইতে, থাদৌ, কাবুই, মাও, তাংখুল, নিয়েইসি, আদি, মোনপা, আও, অঙ্গাঁমি, ককবরক, মিজো, লেপচা এবং সিকিমিজ(ভুটিয়া)।

বিদেশী ভাষা সমূহ ফরাসি, চিনা, ইন্দোনেশিয়ান, তিব্বতি, বার্মিজ, বালুচি, আরবি, পস্তু, পারসিয়ান, দারি এবং সাওয়াহিলি-তে সম্প্রচার করা হয়। প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত অনুষ্ঠানে ৭০০ ব্যক্তি এবং প্রায় ৩০০ সংগঠনের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ৩৭ জন ব্যক্তি এবং ১০-টি সংগঠন বৈদেশিক বিভিন্ন দেশ থেকে যথারীতি।

এদিন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যগণ রাজ ভবনে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শুনবেন। এছাড়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সোনামুড়া টাউন হলে, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা আমবাসা টাউন হলে, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব শান্তিরবাজার টাউন হলে উপস্থিত থাকবেন। তিনি উদয়পুর টাউন হলে মন কি বাত পর্ব শুনবেন।

জুয়ার আসর

● **প্রথম পাতার পর**

যুব সমাজকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করতে বৈশাখী মেলার নামে জুয়ার রমরমা ব্যাবসা চালাচ্ছেন। এলাকার লোকজনদের আর্থিক দিকদিয়ে সর্বশান্ত করে কমিটির লোকজনেরা জুয়াথেকে অর্থ উপার্জনকরে নিজ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মাছে মাংসে ভাত খাচ্ছেন। এই জুয়াথেকে উপার্জিত কিছু অর্থ পুলিশ কর্তাবাবুদের পকেটে গেছে বলে সুত্রের খবর। এই জুয়া খেলার সম্পর্কে আরক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এতেকরে এক রাত্রে এলাকার লোকজন নিজ বাড়ীঘরে জমানো অর্থ জুয়াখেলে নষ্টকরেদেয়। সুত্রের খবর অনুযায়ী জানাযায় মুহুরীপুর এলাকার একবাসিন্দা এই জুয়া খেলার প্রতিবাদ করতে গেলে মেলা কমিটির হাতে আক্রান্ত হয়। মেলার নামে এইভাবে জুয়ার আসর বসিয়ে যুব সমাজ ও এলাকার লোকজনদের ক্ষতিকরাতে মেলাকমিটির ভূমিকানিয়ে সমগ্র এলাকায় ছিঃছিঃ রব উঠেছে। অপরদিকে আরক্ষা প্রসাশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন করতে শুরুকরছে সাধারন লোকজন।

পর্যালোচনা সভা

● **প্রথম পাতার পর**

ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ব শরনার্থীদের রোজগার সৃষ্টি করা, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মাধ্যমে স্বসহায়ক দল গঠন করে মহিলাদের স্বাবলম্বী করা, প্রাণীপালন, শিক্ষা ব্যবস্থা ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পর্যালোচনা সভার পর প্রধান সচিব পুনিত আগরওয়াল ও অন্যান্য আধিকারিকগণ গ্রোয়িংনাং পাড়ার নির্মীয়মান হেলথ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টার, আইসিডিএস সেন্টার, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও ব্রু শরনার্থী পরিবারের আবাসগুলি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে প্রধান সচিব এসমস্ত নির্মাণ কাজ দ্রত শেষ করার নির্দেশ দেন। মহকুমা শাসক পার্থ দাস জানান, গ্রোয়িংনাং পাড়ায় ব শরনার্থীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩০০টি পরিবার। এখন পর্যন্ত এই পড়ায় ২৬৪টি পরিবার পুনর্বাসন পেয়েছেন। অবশিষ্ট পরিবারগুলিও খুব শীঘই এখানে চলে আসবে। তাছাড়া খুব শীঘই ব্রু শরনার্থী পরিবারগুলির জন্য গ্রোয়িংনাং পাড়ায় একটি নায্যমূল্যের দোকানও খোলা হবে।

গুলিবিদ্ধ এক

● **প্রথম পাতার পর**

তারই মধ্যে মানিকনগর এলাকার অধিকাংশ গাঁজা চাষিরা তথা পাচার বাণিজ্যের সাথে জড়িতরা বিএসএফ এবং পুলিশের উপর আক্রমণ চালায়।

বিএসএফ এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুঁড়ে মারে এবং তাদের কাছ থেকে জোর করে গাঁজাগুলি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। কিন্তু বিএসএফ এবং পুলিশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। আত্মরক্ষার্থে গুলি ছুঁড়ে। তাতে একজনের হাঁটুর নিচে উরুতে গুলি লেগেছে। নারায়ণ বিশ্বাস নামে ৩৪ বছরের যুবক ওই যুবক বিএসএফের উপর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে যায় তখনই বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালায়।

তাকে সেখান থেকে বক্সনগর হাসপাতালে নিয়ে আসে। বক্সনগর থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে টিএমসিতে রেফার করা হয়। বর্তমানে টিএমসিতে চিকিৎসাধীন। পরিস্থিতি এতই উত্তপ্ত ছিল আমজনতার হাত থেকে পুলিশ ও বিএসএফ বাঁচার জন্যই গুলি চালিয়েছে। প্রসঙ্গত, এই ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

মহকুমা শাসক

● **প্রথম পাতার পর**

প্রদান করার কথা ঘোষণা করেছে সরকার। পরিষেবার মানোন্নয়নে সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও একাংশ রেশন ডিলার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিচ্ছে। অনিয়মের অভিযোগ উঠছে। সরকারের ভাবনার সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে।

মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস জানান পর্যায়ক্রমে সবগুলি রেশনশপ পরিদর্শন করা হবে। গণবন্টন ব্যবস্থা সঠিক রাখতে হবে। নিয়ম লঙ্ঘন করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি আরও জানান অনেকে মান্ধাতা আমলের ভাঙাচোরা ঘরে খাদ্য সামগ্রী মজুত করছে। ইঁদুর সহ পশুপাখির অবাধ বিচরণ পরিলক্ষিত হয়। এগুলো চলবে না।

সম্পন্ন

● **প্রথম পাতার পর**

বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকরা এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সকাল থেকে নিয়ে আসেন। এদিন এন্ট্রান্স পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। পরীক্ষা গ্রহণকে কেন্দ্র করে কোথাও থেকে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মিলেনি।পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন পশ্চিম জেলার প্রিন্সিপাল অধ্যয়া ভট্টাচার্য।

ডেপুটেশন

● **প্রথম পাতার পর**

তাকে এই আশ্বাস দিয়েছেন যে ওই এলাকার পরিস্থিতি পর্যায়ে আলোচনা করে পুলিশ পিকেট বসানোর ব্যবস্থা করবেন।

সোনামুড়ায় বিস্তর পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করেছে আসাম রাইফেলস।

খোয়াইয়ে অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। ফায়ার সার্ভিসের কার্যালয়ে অগ্নি নিরাপত্তা সচেতনতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শনিবার সকালে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার জেলার ডিকে চাকমা, খোয়াই মহকুমা শাসক বিজয় সিনহা, জেলা পরিষদের সদস্য সুব্রত মজুমদার সহ অন্যান্যরা। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উপস্থিত অতিথিরা। এদিন এছাড়াও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়।

কাঠ উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

মারফত আরো জানা গেছে, সেরমনটিলা, বাঘাইছড়ি, নবীন ছড়া, পানিটিলা, আন্দাইছড়া,সিদং ছড়া,কাছারি ছড়া সহ আরও বিভিন্ন এলাকার বন ধ্বংস করে অবৈধভাবে কাঠ পাচার করে চলেছে বনদস্যুরা। অনেকের অভিমত বনদপ্তরের কর্মীরা যদি আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করে তাহলে বনদস্যুদের এই কার্যকলাপ বন্ধ করতে সক্ষম হবে।

পরকীয়ায়

● **প্রথম পাতার পর**

করতে পরামর্শ দেন। এদিকে এপ্রিলের ৪ তারিখ মিহির কান্তি দেব চুমকি দেবনাথকে নিয়ে পালায়। এখনো তাদের কোন খোঁজ খবর নেই। এদিকে পপি গগৈ দেবের সংসার চালানো নিয়ে বিপত্তি দেখা দেয়। তাই বিচারের আশায় শনিবার মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামীর বাড়ির সামনে ধরনায় বসে পপি গগৈ দেব।

কাশ্মীরের অনন্তনাগে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

অনন্তনাগ, ২৯ এপ্রিল(হি.স.) : শনিবার দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক সারলেন কাশ্মীর জোনের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ বিজয় কুমার। জাতীয় মহাসড়কের নিরাপত্তা এবং যানবাহন-বাহিত ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (ভিবিআইইডি) এর আক্রমণ নিয়ে বিশদ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।পুলিশের মুখপাত্রের মতে, বৈঠকে জাতীয় সড়কে সন্ত্রাসীদের সম্ভাব্য হুমকির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং এটি মোকাবেলায় বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর কনভয় চলাচলের সময় এসওপি নিয়েও আলোচনা করা হয় এবং সে অনুযায়ী আপগ্রেড করা হয়। তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ের সব পুলিশকর্তারা তাদের মূল্যায়ন দিয়েছেন। এডিজিপি বিজয় কুমার সমস্ত এসএসপিকে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে োকাস করতে এবং সন্ত্রাসীদের সাহায্যকারীদের গ্রেপ্তার করে সন্ত্রাসী মডিউলগুলি ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সেনার জিওসি ভিক্টর ফোর্স মেজর জেনারেল প্রশান্ত শ্রীবাস্তব, আইজি সিআরপিএফ কাশ্মীর অপস সেক্টর এমএস ভাটিয়া, আইজি বিএসএফ অশোক যাদব, যুগ্ম পরিচালক আইবি, দক্ষিণ কাশ্মীরে সেনা সেক্টর কমান্ডার, ডিআইজি পুলিশ, সিআরপিএফ, এসএসবি-র আধিকারিকরা।

করিমগঞ্জের নিভিয়া জালালাবাদে নকল সোনা সমেত গ্রেফতার চার

রাতাবাড়ি (অসম), ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : নকল সোনা বিক্রি করতে গিয়ে পুলিশের জালে পড়েছে চার প্রতারক। ঘটনা করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি থানাধীন নিভিয়ার। নিভিয়া পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার জালালাবাদ গ্রামে জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৬.৬৬ গ্রাম নকল সোনা। নকল সোনার অবৈধ ব্যবসায় জড়িত অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করেছে জনৈক আফজল রহমান তালুকদার, বাহারুল ইসলাম, আলম উদ্দিন এ সাব্বির আহমেদকে।আজ শনিবার নিভিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ রাজপ্রতাপ সিংহ জানান, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত এক খবরের ভিত্তিতে গতকাল রাতে চেরাগি পিপি-র পুলিশ কর্মীদের নিয়ে অভিযান চালান জালালাবাদ গ্রামের জনৈক আলম উদ্দিনের ঘরে। তার ঘরে তল্লাশি করলে উদ্ধার হয় নৌকার আদলে নকল সোনা। এ ঘটনায় প্রথমে আটক করা হয় আলম উদ্দিন এবং তার অতিথি বাহারুল ইসলামকে। এর পর ধৃত দুই যুবকের জবানবন্দির ভিত্তিতে আটক করা হয় আফজল রহমান তালুকদার এবং সাব্বির আহমেদকে।রাজপ্রতাপ সিংহ বলেন, ধৃত চারজনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়েছে। মামলার ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অবৈধ সোনার ব্যবসায় জড়িত কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না, জানান ইনচার্জ রাজপ্রতাপ সিংহ।

ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি মিট-এ ছকভাঙা পথের হদিস, চলবে দু''দিন ধরে

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিসডিকাল সায়েন্সেস-এর কলকাতা ক্যাম্পাসে শনিবার থেকে শুরু হল দু'দিনের 'ডব্লিউবিএনইউজেএস-এর ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি মিট ২০২৩'। প্রতি বছর ২৬ এপ্রিল গোটা পৃথিবী জুড়ে উদযাপিত হয় বিশ্ব আইপি দিবস। সেই অনুযায়ী, এই বছরের থিম হল 'আইপিআর-এর মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্তি - পিরামিডের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত প্রতীকীতে""। এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্যই হল মেধা সম্পত্তি অধিকার বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি মিট (আইপিআর) ও বিশেষ ভৌগলিক নির্দেশক (জিআই)-এর মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ডব্লিউবিএনইউজেএস-এর ভাইস চ্যান্সেলর ড় এন. কে. চক্রবর্তী। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ও দেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং নানা বিষয়ে তাঁরা এদিন বক্তব্য রাখেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে স্থান করে নিয়েছিল আইপি ডোমেইন-এর বিষয়টিও। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রথমেই সারা বিশ্ব জুড়ে নারীদের উদ্ভাবন, নির্মাণ এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের সাফল্য উদযাপন করা হয় এবং সেখানে আলোচনার মূল বিষয়বস্তুই ছিল আইপি কাজের সকল ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি ও বৈচিত্র্যকে উন্নীত করার প্রচেষ্টার ওপর বিশেষ নজর দেওয়া। এই অনুষ্ঠানটি আইপিআর-এর সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা প্রসারের ওপর জোর দেয় এবং ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির সুরক্ষা ও আর্থিক নগদীকরণের জন্য মহিলাদের উৎসাহিতও করে যাতে তাঁরা এর সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে।

প্রসঙ্গত, বৌদ্ধিক সম্পত্তি অর্থাৎ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির সুরক্ষাকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এটি তাঁদের আর্থিক প্রণোদনা পুনরুদ্ধার করতে এবং তাঁদের মূল সৃষ্টির ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে সাহায্য করে। যে সমস্ত দেশে আইপি সুরক্ষা আইন সঠিকভাবে কার্যকরী, সেই সব দেশে লিঙ্গ সমতার স্থানও ততটাই উল্লেখযোগ্য।

আইপি রাইটস-এর যথাযথ ব্যবহার নারীদের উদ্ভাবনী ধারণাকে সামনে আসার সুযোগ দেয় এবং তাঁদের ব্যবসায়ী সত্তাকে আরও বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি, সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতি এবং লিঙ্গ সমতাকেও উন্নীত করতে এটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এছাড়াও, এই অনুষ্ঠানে একটি মক কোর্ট পরিবেশনা করা হয় যেখানে আলোচনায় উঠে আসে বিদেশি ও ভারতীয় ফ্যাশন ডিজাইনারদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি (টিসিই) এবং ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই-এর অনুমোদন ছাড়াই সেসবের যথেচ্ছ ব্যবহার। একটি প্রদর্শনী ও ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে শেষ হয় প্রথম দিনের অনুষ্ঠান। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে এদিন অনুষ্ঠানে যোগ দেয় পুরুলিয়ার মানভূম লোকনৃত্য ও ছৌ-নাচের দল। এছাড়াও প্রদর্শিত হয় পাতা নাচ, পুতুল নাচ, বাউল ও বহুরূপী।এছাড়াও সেখানে ছিল হুগলির মনোহরা এবং রাবড়ি, হুগলির জনাই-এর বড় বোঁদে, বীরভূমের বিখ্যাত বেগমপুরী শাড়ি, শান্তিনিকেতনি বাটিক এবং আল্পনা, বর্ধমানের কাঠের পুতুল, বাঁকুড়ার মেচা ও শঙ্খের কারুকাজ, সুন্দরবনের খলসি মধু, উত্তর দিনাজপুরের তুলাই পাঞ্জি চাল ও আরও বহু জিনিসের বিশাল সম্ভার। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে, মূলত প্রায় দু'দশক আগের জিআই এক্সটেনশন এবং বহুপাক্ষিক রেজিস্টারের মতো বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত অমীমাংসিত সমস্যাগুলির ওপর আলোকপাত করা হবে।

হাফলঙে উদযাপিত দেশের প্রথম স্বশাসিত পরিষদ 'উকাপাস্বপ'-এর ৭২-তম প্রতিষ্ঠা দিবস

হাফলং (অসম), ২৯ এপ্রিল (হি.স.) : বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ শনিবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ (উকাপাস্বপ বা এনসিএইচএসি)-এর ৭২-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ১৯৫২ সালে ষষ্ঠ তফশিলির অধীনে তদানীন্তন উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা, অধুনা ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত করতে উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। এই উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদই হচ্ছে দেশের প্রথম স্বশাসিত পরিষদ।

এক এক করে এবার ৭২ বছরে পা দিয়েছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদ। তাই উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদ কর্তৃপক্ষ শনিবার পার্বত্য পরিষদের ৭২-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। শনিবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে পরিষদ কার্যালয়ে বিভিন্ন জনজাতি জনগোষ্ঠীর কাস্টমারি কোর্টের এক নতুন ভবনের শিলান্যাস করার পাশাপাশি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের আসা-যাওয়ার সুবিধার্থে দুটি বাসের ফ্ল্যাগ অব করেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা। তার পর হাফলং জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে পার্বত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা। অনুষ্ঠানে দেবোলাল গার্লোসা ঘোষণা করেন, ডিমা হাসাও জেলার গ্রামপ্রধানদের বেতন দেড় হাজার টাকা থেকে তিন হাজার টাকা করা হবে। তিনি বলেন, ডিমা হাসাও জেলার গ্রামপ্রধানদের আগে বেতন ছিল মাসে ৭৫ টাকা। কিন্তু উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর গ্রামপ্রধানদের বেতন দেড় হাজার টাকা করা হয়েছিল। এখন তা বৃদ্ধি করে তিন হাজার টাকা করা হবে।তাছাড়া দেবোলাল গার্লোসা অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরে বলেন, এই পাহাড়ি জেলার সার্বিক বিকাশে তিনি সব সময় কাজ করে যাবেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি সকল জাতি জনগোষ্ঠীর সহযোগিতা কামনা করেন।তিনি বলেন, গত ২৭ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সরকারের যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তা শুধু ডিমাসা জনগোষ্ঠীর জন্য নয়, এতে সব জনগোষ্ঠীর জন্য সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। তিনি বলেন, ডিএইচডি উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারের যে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা-ও শুধু ডিমাসা জনগোষ্ঠীর জন্য ছিল না, পাহাড়ে বসবাসরত সকল জনগোষ্ঠীর জন্য সুযোগ-সুবিধা ছিল। তাই জেলার বিভিন্ন জায়গায় এই চুক্তির অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পের সফল রূপায়ণ করা হয়েছে, বলেন দেবোলাল গার্লোসা।পাহাড়ি জেলার সার্বিক বিকাশে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন দেবোলাল গার্লোসা। এদিন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের অধ্যক্ষ রাণু লাংথাসা, পার্বত্য পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য, পরিষদ সদস্য সহ উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্রধানসচিব টিটি দাওলাগাপু, পরিষদের নর্মাল সেক্টরের প্রধানসচিব দেবানন দাওলাগাপু প্রমুখ।

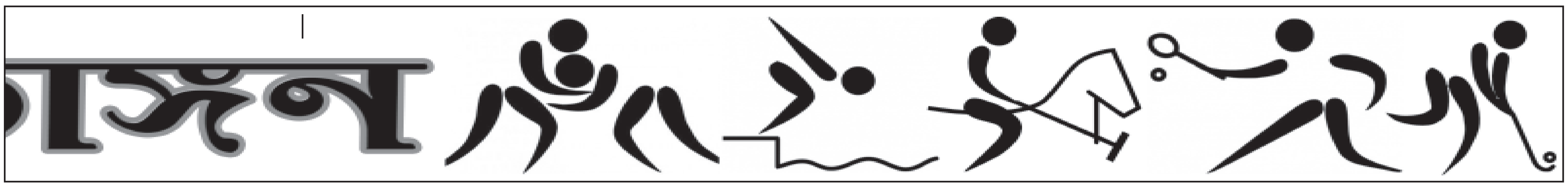

মহিলা ক্রিকেট তেলিয়ামুড়াকে হারিয়ে ফাইনালে শান্তিরবাজার

তেলিয়ামুড়া- ৭১/৭(২০) শান্তিরবাজার-৭৪/৫(১৯.১)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। এবারই প্রথম। ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো শান্তিরবাজার মহকুমা। অনূর্ধ-১৫ রাজ্য আসরের পর রাজ্য মহিলা ক্রিকেটেও ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেলেন দেবব্রত চৌধুরির দল। আগামীকাল খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে শান্তিরবাজার খেলবে আসরের হট ফেভারিট দল সদর ‘এ’ বিরুদ্ধে। এম বি বি স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল ম্যাচটি। রাজ্য সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে। শনিবার নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচটিতে শান্তিরবাজার মহকুমা ৫ উইকেটে পরাজিত করে তেলিয়ামুড়া মহকুমাকে। তেলিয়ামুড়ার গড়া ৭১ রানের জবাবে শান্তিরবাজার ৫ বল বাকি থাকতে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের রিফু দেববর্মা প্রথম বল হাতে ১ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে অপরাজিত ৩০ রান করে দলকে ফাইনালে তুলতে মূখ্য ভূমিকা নেন।

সঙ্গত কারনেই রিফুকে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয়। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে শান্তিরবাজারের বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ের সামনে নির্ধারিত ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৭১ রান করতে সক্ষম হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমাকে। দলকে সেমিফাইনালে তোলার মূল নায়িকা প্রীয়াঙ্কা দাস ব্যর্থ হওয়ায় বেশীদূর এগুতি পারেনি তেলিয়ামুড়া।

দলের পক্ষে ওপেনার মামিতা দেব ৪৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং সেবিকা দাস ১৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান।

শান্তিরবাজারের পক্ষে রেবিকা নোয়াতিয়া (১/৮),রিফু দেববর্মা (১/১৩),অনিমা মুড়াসিং (১/১৪) এবং প্রীয়াঙ্কা নোয়াইতয়া (১/১৬) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে শান্তিরবাজার মহকুমা ১৯.১ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে রিফু দেববর্মা ২৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ রানে এবং ওপেনার অনণ্যা দেবনাথ ৩৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া কেউ রান করতে পারেননি। তেলিয়ামুড়ার পক্ষে দলনায়িকা প্রীয়াঙ্কা দাস (৩/৭) সফল বোলার।

প্রথমবার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করায় দলীয় ক্রিকেটার, কোচ এবং সাপোর্টিং স্টাফদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার সচিউব সাধুঅং মগ।

মৌচৈতির শতক, ঋজুও দুর্দান্ত খোয়াই-কে হারিয়ে ফাইনালে সদর-এ

সদর ‘এ’-১৬৭/২(২০) খোয়াই-৮৬/৩(২০)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। প্রত্যাশিতভাবেই ফাইনালে উঠলো সদর ‘এ’। প্রথম সেমিফাইনালে কার্যত একতরফা খেলে পরাজিত করলো খোয়াই মহকুমাকে। ৮১ রানে। রাজ্য সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সদর ‘এ’-র গড়া ১৬৭ রানের জবাবে খোয়াই মহকুমা মাত্র ৮৬ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের মৌচৈতি দেবনাথ শতরান এবং ঋজু সাহা অর্ধশতরান করেন। আগামীকাল ফাইনালে সদর ‘এ’ খেলেব শান্তিরবাজার মহকুমার বিরুদ্ধে। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে এবারও রাজ্য সেরা হতে চলেছে সদর ‘এ’। কারন, অভিজ্ঞতা এবং শক্তির বিচারে শান্তিরবাজার থেকে অনেক এগিয়ে অন্নপূর্ণা দাসের সদর ‘এ’ দল। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে সদর ‘এ’ নির্ধারিত ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১৬৭ রান করে। দিনের প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলে নিকিতা দেবনাথকে (০) হারানোর পর সদর ‘এ’-র হয়ে রুখে দাঁড়ান ওপেনার মৌচৈতি দেবনাথ এবং ঋজু সাহা। ওই জুটি কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। সেট হতেই মৌচৈতি দ্রুত রান তোলার দিকে নজর দেন। বল অনবরত সীমানার বাইরে পাঠাতে থাকেন মৌচৈতি। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন ঋজু। দ্বিতীয় উইকেটে ওই জুটি ১১৩ বল খেলে ১৫৮ রান যোগ করেন। ঋজু ৫৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৬ রান করে জাসমিন করের বলে তাঁর হাতেই ক্যাচ দিয়ে বিদায় নেন। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে সদর ‘এ’ ১৬৭ রান করে। মৌচৈতি ৫৯ বল খেলে ১৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০৭ রানে এবং মামন রবি দাস ১ রানে অপরাজিত থেকে যান। খোযাই এর পক্ষে হিরামণি গৌর (১/২৫) এবং জাসমিন কর (১/৪১) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে সদর ‘এ’-র বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ের সামনে নির্ধারিত ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৮৬ রান করতে সক্ষম হয়। গ্রুপ লিগের ম্যাচের পর সেমিফাইনালেও উজ্জল ছিলেন খোয়াই এর ওপেনার দেবাদ্রিতা দেব। একাই কার্যত টানলেন দলকে। করলেন ৪৩ রান ৭২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে। এছাড়া দলের পক্ষে জাসমিন কর ১৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ (অপ:) এবং মাম্পি দেবনাথ ২১ বল খেলে ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। সদর ‘এ’-র পক্ষে প্রীয়াঙ্কা আচার্য (১/৯),প্রীয়াঙ্কা সাহা (১/১০) এবং মামন রবি দাস (১/১৪) সফল বোলার। ম্যাচের সেরা হয়েছেন সদর ‘এ’-র মৌচৈতি দেবনাথ।

টিসিএ-র পেস বোলার অন্বেষণ ক্যাম্প

উত্তর, সেন্ট্রাল জোনেও ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। পেস বোলার অন্বেষণ ক্যাম্পে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। পশ্চিম ও দক্ষিণ জোনের মতো উত্তর ও সেন্ট্রাল জোনেও প্রচুর সংখ্যক ক্রিকেটাররা ক্যাম্পে সামিল হয়েছে।

ক্রিকেটের প্রসার কল্পে বিশেষ করে রাজ্য দল গঠনের ক্ষেত্রে পেস বোলার বাছাই নিঃসন্দেহে একটি জরুরী বিষয়। এবারও পেস বোলার অন্বেষণের কাজ আজ, শনিবারে উত্তর ও সেন্ট্রাল জোনে শুরু হয়েছে। ২৬ ও ২৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল পশ্চিম ও দক্ষিণ জোনাল ক্রিকেটারদের মধ্যে।

সেন্ট্রাল জোনাল মহকুমা: আমবাসা, লংতরাইভ্যালি, গন্ডাছড়া, কমলপুরের ৪০ জন ক্রিকেটার আমবাসায় দশমীঘাট গ্রাউন্ডে আজ সকাল ১০টায় বিনীত জৈন ও বিশ্বজিৎ দে-র কাছে রিপোর্ট করেছে।

উত্তর জোনাল মহকুমা: ধর্মনগর, কৈলাশহর, কাঞ্চনপুরের ১৪০ জন ক্রিকেটার একইভাবে আজ, সকাল ১০টায় ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে প্রদীপ কাসলিওয়াল ও কিশোর মুহুরীর কাছে রিপোর্ট করেছে। দুটো শিবির-ই আগামীকালও চলবে। উল্লেখ্য, গত ২৬ ও ২৭ এপ্রিল পশ্চিম ও দক্ষিণ জোনালের মোট ১৮০ জন ক্রিকেটার এই পেস বোলার অন্বেষণ ক্যাম্পে উপস্থিত হয়েছিল। সবমিলে সারা রাজ্য জুড়ে প্রায় ৩৬০ জন ক্রিকেটার থেকে পেস বোলার বাছাইয়ের সুযোগ পাচ্ছে টিসিএ।

ক্রিকেটের মানোন্নয়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এটি একটি ভালো দিক। ইতোমধ্যে আবার স্পিন বোলার অন্বেষণের কাজও শুরু করতে যাচ্ছে টিসিএ।

রাজ্য স্কুল ক্রীড়ায় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাজ্যভিত্তিক স্কুল টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। তিন দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক স্কুল টেবিল টেনিসে অনূর্ধ ১৪, ১৭ ও ১৯ বছর গ্রুপের প্রতিযোগিতা আজ, শনিবার থেকে আগরতলার এনএসআরসিসি-তে শুরু হয়েছে।

রাজধানীর এই টেবিল টেনিস ইনডোর হলে পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত এই রাজ্যভিত্তিক স্কুল টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে ১২৩ জন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছে। আজ, শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় রাজ্য স্কুল টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, প্রধান অতিথি হিসেবে অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, বিশেষ অতিথি প্রাক্তন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব সঞ্জয় সাহা, অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

পৌরোহিত্য করেন রাজ্য ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা তথা ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব পাইমং মগ। রাজ্য ভিত্তিক আসরে আটটি জেলা দল অংশগ্রহণ করেছে। আজ থেকে প্রতিযোগিতাও শুরু হয়েছে।

আজ ইডেনে একগুচ্ছ মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়ে রাসেল-হার্দিকরা

কলকাতা, ২৯ এপিল(হি.স.): গুজরাট টাইটান্সের নিজেদের মাঠে কলকাতা নাইট রাইডার্স এর রিংকু সিং পরপর পাঁচটি ছক্কা হাঁকিয়ে দলকে হারা ম্যাচ জিতিয়েছিলেন। এ বার ইডেনে নাইটদের সামনে সেই গুজরাট। কেকেআর ও গুজরাট ২ দলই নিজেদের শেষ ম্যাচে জিতেছিল। এই পরিস্থিতিতে ইডেন গার্ডেন্সে আজ মুখোমুখি কলকাতা-গুজরাট। এই ম্যাচে যে সকল মাইলস্টোন গড়তে পারেন রাসেল-হার্দিকরা তা জেনে নিন।

১) সুনীল নারিন : টি-২০ ক্রিকেটে ৩৫০০ রান করা থেকে ৭৫ রান দূরে রয়েছেন কেকেআরের সুনীল নারিন।

২) আন্দ্রে রাসেল : আইপিএলে ১৫০টি চার পূর্ণ করতে হলে আন্দ্রে রাসেলকে আর ছয়টি বাউন্ডারি মারতে হবে।

৩) নীতীশ রানা : কেকেআরের জার্সিতে নাইট অধিনায়ককে ২০০০ রান পূর্ণ করতে হলে আজ গুজরাটের বিরুদ্ধে ২৭ রান করতে হবে। রানার নামের পাশে রয়েছে ১৯৭৩ রান। একইসঙ্গে আজ কেরিয়ারের ১০০তম আইপিএল ম্যাচে নামবেন নীতীশ রানা।

৪) হার্দিক পান্ডিয়া: গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া আজ টি-২০ ক্রিকেটে দুটি মাইশ ফলকের সামনে দাঁড়িয়ে। একটি হল ৩০০টি বাউন্ডারির মাইলস্টোন স্পর্শ করতে পারেন আজ। কেকেআরের বিরুদ্ধে ১টি চার মারলেই এই রেকর্ড গড়বেন হার্দিক। সেইসঙ্গে টি-২০ ক্রিকেটে ১৫০টি উইকেটের মাইলস্টোন স্পর্শ করতে হলে হার্দিকের আর প্রয়োজন ৩টি উইকেট।

৫) রশিদ খান : গুজরাট টাইটান্সের তারকা স্পিনার রশিদ খান আইপিএলে সেঞ্চুরির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আসলে রশিদ আজ ১০০তম আইপিএল ম্যাচ খেলতে চলেছেন। পাশাপাশি টি-২০ ক্রিকেটে রশিদ ২ হাজার রান পূর্ণ করা থেকে ৫৫ রান দূরে রয়েছেন।

৬) ঋদ্ধিমান সাহা: গুজরাট টাইটান্সের জার্সিতে আইপিএলে ৫০০ রান পূর্ণ হওয়া থেকে ৪২ রান দূরে রয়েছেন ঋদ্ধিমান সাহা।

NOTICE INVITING e-TENDER

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:PNIe-T-02/EE/D WS/JRN/2023-24,

Dated-28/04/2023.

The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/ Central & State Sector for the work as detailed below:

SL. NO.	DNIe-T NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 03/DNIe-T/EE/DWS/JRN/2023-24.	₹. 9,66,094.00	₹. 19,322.00	365 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 04/DNIe-T/EE/DWS/JRN/2023-24.	₹. 9,66,094.00	₹. 19,322.00	365 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 05/DNIe-T/EE/DWS/JRN/2023-24.	₹. 9,66,094.00	₹. 19,322.00	365 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 06/DNIe-T/EE/DWS/JRN/2023-24.	₹. 9,66,094.00	₹. 19,322.00	365 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class
5	DNIe-T No: 07/DNIe-T/EE/DWS/JRN/2023-24.	₹. 9,63,798.00	₹. 19,276.00	180 days	₹ 1,000.00	Appropriate Class

> Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 28/04/2023_.at 18.00 hours,
> Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 15/05/2023 up to 15.00 hours.
> Date and Time for Opening of Bid- 15/05/2023 at 15.30 hours.
> This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in & https://eprocure.gov.in/epublish as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and owbehalf ofthe Governor of Tripura”

(Er. P.K. DAS)
Executive Engineer
DWS Division, Jirania,
Ranirbazar, West Tripura

ICA/C-293/23

PRESS NOTICE INVITING e@-TENDER NO: 02/EE/KLSD/2023-24 dated 29.04.2023

The Executive Engineer, Kallashahar Division, PWO(R&8), Kallashahar, Unakotl Districl, Tripura inviteson behalf of the "Governor of Tripura’ percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterpriseand eligible Bidders /Firns/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Raitway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 17-05-2023 for the following work

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No -01/EE/KLSD/2023-24.	Rs. 19,91,965.48	Rs 39,839.00	90, Days	Up to15.00 Hrs on 27-05-2022	At 16.00Hrs on 27-05-2022	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No -02/EE/KLSD/2023-24	Rs. 7,96,609.31	Rs15,932.00	90 Days	Up to15.00 Hrs on 27-05-2022	At 16.00Hrs on 27-05-2022	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3	DNIeT No -03/EE/KLSD/2023-24	Rs. 15,57,529.04	Rs. 31,151.00	9.0 Days	Up to15.00 Hrs on 27-05-2022	At 16.00Hrs on 27-05-2022	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
4	DNIeT No -04/EE/KLSD/2023-24	Rs.21,93,008.00	Rs. 43,860.00	90 days	Up to15.00 Hrs on 27-05-2022	At 16.00Hrs on 27-05-2022	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
5	DNIeT No : 05/EE/KLSD/2023-24	Rs 7,62,388.00	Rs 15,248.00	90 days	Up to15.00 Hrs on 27-05-2022	At 16.00Hrs on 27-05-2022	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mai

Executive Engineer
Kallashahar Division, PWD(R&B),
Kallashahar, Unakofi District, Tripura.

ICA/C-290/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:-03/EE-BRG/PWD/2023-24, Dated, /04/2023

The Executive Engineer, Bishramganj Division, PWD(R&B), Bishramganj invites **online percentage rate** tender for the work namely:-

Sl No	Name of work/ DNIeT No	Estimated cost (in Rupees)	Earnest money (in Rupees)	Time for Completion	Class of bidders
1	17/R/DNIeT/EE-BRG/PWD/2022-23	12,23,941.00 /-	24,479.00 /-	90 days	Appropriate class

- Last date and time of document downloading and bidding –20/05/2023 up to 15:00 hrs.
- Date and time of opening bid – 20/05/2023 at 16.00 hrs.
- Bid fee Rs. 1,000.00 (non-refundable) each
  All details are available in the website http://tripuratenders .gov.in.
  Submission of tenders physically is not permitted.

For and on behalf of the Governor of Tripura

(Er. D. Karmakar)
Executive Engineer
Bishramganj Division, PWD(R&B).
Bishramganj Sepahijala Tripura

ICA/C-302/23

NOTICE INVITING TENDER (NIT) NO: 03/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2023-24

Tripura PWD Form - 6

The Executive Engineer, Agartala Division No.III, PWD(R&B), Agartala, West Tripura on behalf of the ‘Governor of Tripura’, invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	DNIT NO. OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	2	3	4	5	6	7
1	04/SE-II/PWD(R&B)/2023-24	₹1,83,05,654.00	₹ 3,66,113.00	60 (sixty) Days	Up to 03.00 P.M. On 20.05.2023	At 4.00 P.M. on 20.05.2023 (If Possible)
2	01/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2023-24	₹24,17,171.00	₹ 48,343.00	365 (three hundred sixty five) Days		

Notes
1, Allthe above-mentioned online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
2. All the above-mentioned date & time are as per server clock date & time of e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behall of the Governor of Tripura.

(Er. L. Goswaml)
Executive Engineer
Agartala Division No.IiI, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura.

ICA/C-300/23

পাবলিক লাইব্রেরী উদ্বোধন

আজ ৩০শে এপ্রিল ২০২৩ ইং দুপুর ১২.০০ টায়
জিরানীয়া মহকুমার রাণীরবাজারে
‘জিরানীয়া মহকুমা পাবলিক লাইব্রেরী’র শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠান,
দ্বারোদ্‌ঘাটন করবেন : শ্রী সুশান্ত চৌধুরী, মাননীয় মন্ত্রী,
খাদ্য, পরিবহন ও পর্যটন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।
শিক্ষানুরাগী সবার সাদর আমন্ত্রণ রইলো।

বিনিত
প্রধান গ্রন্থাগারিক
বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, আগরতলা।

ICA/D-141/23

পরিচিতি চাই

Ref :- STB PS UD C/No. 2023STB007 dtd.20-04-2023 U/S 174 Ct. P.C

পাশের ছবিটি একটি অপরিচিত পুরুষ যার আনুমানিক বয়স ৪০, বৎসর অদ্য ২০-০৪-২০২৩ ইং দুপুর অনুমানিক ১.৩০ মিনিটঃয় খবর আসে যে অপরিচিত পুরুষের মৃতদেহ পূর্ব বাসারায় পাড়া, শান্তিরবাজার কাছে পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত উক্ত মৃত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় নাই।
উপরে উল্লেখিত অপরিচিত শিশুর (পুরুষ) ব্যাপারেকাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১।এসপি(ডিআইবি) কন্ট্রোল দুক্ষণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া
ফোন নংঃ ০৩৮২৩ ২২২০৫২
৭৬২৮০০৭০৭৯
২।শান্তিরবাজার থানাঃ ফোন নংঃ ৯৪৩৬৭৭৩৬০৭

পুলিশ আধিকারিক
উত্তর ত্রিপুরা

ICA-D-138/23

SHORT NOTICE INVITING TENDER

On behalf of Governor of Tripura the undersigned invites sealed Quotation of rate in the plain paper for supply of various stationery articles to the Block Development Officer, Mandwi RD Block, West Tripura during the financial year 2022-23.

The Tender Box will be kept opened for dropping of Quotation by the intending Quotationer in the office chamber of the undersigned (in the chamber of the Auditor) from dated 02/04/2023 to 08/04/2023 from 10.00 AM to 3.00 PM except Govt. Holiday and the Box will be opened on the last day at 3.30 pm if possible. Details of tender can be downloaded from website www. westtripura.gov.in, www.tripura.gov.in and www.te nders.gov.in .

Block Development Officer
Mandwi R.D. Block
West Tripura

ICA/C-305/23

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মহিলা কুস্তিগীরদের যৌন হয়রানির প্রতিবাদে এআইডিএসও এর বিক্ষোভ সিটি সেন্টারের সামনে। ছবি নিজস্ব।

তপশিলী জাতিভুক্ত জনগণের আর্থিক মনোন্নয়নে সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তপশিলী জাতিভুক্ত জনগণের আর্থিক মনোন্নয়নে সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। এক্ষেত্রে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরকে বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে পরিকল্পনা রূপায়ণে উদ্যোগী হতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২ নং সভাকক্ষে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের পর্যলোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। সভায় তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যলোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী (ডা.) সাহা বলেন, তপশিলী জাতিভুক্ত দিব্যাঙ্গজনদের চিহ্নিত করে তাদের সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা প্রদানে দপ্তরকে আরও আন্তরিক হতে হবে। প্রি-মেট্রিক ও পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও ছাত্রছাত্রী যাতে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়েও দপ্তরকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। সভায় তপশিলী জাতি অংশের মানুষ বেশি বসবাস করেন এমন ৩২টি আদর্শ গ্রামে এখন পর্যন্ত কি কি কর্মসূচি রূপায়ণ করা হয়েছে সে বিষয়েও বিস্তারিত খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব অভিষেক চন্দ্রা জানান, রাজ্যে বর্তমানে তপশিলী জাতিভুক্ত লোকসংখ্যা রয়েছেন ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯১৮ জন। যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ১৭.৮ শতাংশ। রাজ্যে তপশিলী জাতি অধ্যুষিত বসতি রয়েছে ৪০৪টি। রাজ্য সরকার ৩২টি এসসি অধ্যুষিত গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করেছে। সেই গ্রামগুলিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। সচিব জানান, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ এই পাঁচটি অর্থবর্ষে ৩৯ হাজার ৪৫৫ জন তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ (নবম ও দশম শ্রেণী) প্রদান করা হয়েছে। তাতে মোট ব্যয় হয়েছে ১১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। এছাড়াও রাজ্য প্রকল্পে ঐ পাঁচ অর্থবর্ষে প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী) প্রদান করা হয়েছে ৯২ হাজার ৬৩৭ জন ছাত্রছাত্রীকে।

সচিব জানান, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ এই পাঁচ অর্থবর্ষে ৮৫ হাজার ৩০৫ জন ছাত্রছাত্রীকে পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ২২ হাজার ৯০০ জনকে পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে দপ্তর।

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী অনুসূচিত জাতি অভ্যুদয় যোজনায় (পিএম-অজয়) ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের ১৬১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই প্রকল্পে গত পাঁচ বছরে ৫০ হাজার ৯৯৫ জন সুবিধাভোগীকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ২৩ হাজার ৩০০ জনের রোজগার সৃষ্টির লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সচিব জানান, দপ্তরের মাধ্যমে গত পাঁচ বছরে ৪৬৮৭ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া চলতি অর্থবর্ষে ২০৯২ জনকে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাবু জগজীবনরাম ছাত্রাবাস যোজনায় ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৩টি ছাত্রাবাস নির্মাণেরও লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে দপ্তর।

সচিব জানান, রাজ্য সরকারের প্রকল্পে ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৩০ হাজার ৮৩৭ জন ছাত্রছাত্রীকে ড. বি আর আম্বেদকর মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে ৯৩৩২ জনকে। তিনি জানান, গত বছর ১০২৬ জন ছাত্রছাত্রীকে বোর্ডিং হাউস স্টাইপেণ্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও গত পাঁচ বছরে ৯৩৫২ জন সুবিধাভোগীকে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সচিব জানান, তপশিলী জাতিভুক্ত ৬৪৫৯ জন সুবিধাভোগীকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট নিগমগুলি থেকে মোট ৫৬ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও তপশিলী জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বৃদ্ধ মাকে নিজ ঘর থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ছেলে ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। অসহায় বৃদ্ধ মাকে নিজ ঘর থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ছেলে ও পুত্র বধূর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানীর অরুন্ধতীনগর ৬ নম্বর রোড এলাকায়। অরুন্ধতীনগর ৬ নম্বর রোড এলাকার বাসিন্দা রাসমণি ভট্টাচার্য। উনার স্বামী প্রয়াত। পরিবারে বর্তমানে রয়েছে এক অবিবাহিত মেয়ে, ছেলে সন্দীপন মহালনবিশ ও পুত্রবধূ। জানা গেছে উনাদের পারিবারিক ঝামেলা নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। এর আগেও ২০১৩ সালে মহিলার অবিবাহিত মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। পরে আদালতের নির্দেশে ৭-৮ বছর পর বাড়ি ফেরেন। অভিযোগ এরই মধ্যে সম্প্রতি বৃদ্ধ অসুস্থ রাসমণি দেবীকে ছেলে ও পুত্রবধূ মিলে উনার ঘর থেকে বের করে দেন। মহিলাকে বৈদ্যুতিক পাখা হীন ঘরে থাকার ব্যবস্থা করেন। এতে মহা সমস্যায় পড়েন বৃদ্ধ রাসমণি ভট্টাচার্য। মেয়েকে নিয়ে খুব কষ্টে দিনযাপন করছেন। যদি অভিযোগ অস্বিকার করেছেন রাসমণি দেবীর পুত্রবধূ।

পুর নিগমের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শন করলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। আগরতলা পুর নিগমের ৩৫ নং ওয়ার্ডের উন্নয়নে এসি ওয়েলফেয়ার দপ্তর থেকে ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ও পুর নিগম আগরতলা পুর এলাকার উন্নয়নে বদ্ধ পরিকর। বিগত নির্বাচনের আগেই নিগমের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় এসে নিগম এলাকার উন্নয়নে যাবতীয় প্রয়াস গ্রহণ করবেন। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। রাজ্য সরকারের এস সি ওয়েলফেয়ার দপ্তর থেকে পুর নিগমের ৩৫ নং ওয়ার্ডের উন্নয়নে ৫০ লক্ষ টাকা অনুমোদন দেয়া হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ এলাকার সার্বিক কল্যাণে এই টাকা ব্যয় করা হবে। রাস্তাঘাট , অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র লেট্রিনসহ বিভিন্ন জায়গা সংস্কার করা হবে। আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র ইঞ্জিনিয়ার সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে শনিবার ৩৫ নং ওয়ার্ড এলাকা পরিদর্শন করেন। বিশেষ করে ৩৫ নং ওয়ার্ডের রবিদাস পাড়ার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মেয়র। শীঘ্রই এই এলাকার উন্নয়নের কাজ শুরু হবে। এলাকা পরিদর্শনকালে এদিন মেয়র দীপক মজুমদার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ২৫ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেট তুষারকান্তি ভট্টাচার্য মনোজ কান্তি দেব রায় সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বর্তমানে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে : সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বর্তমানে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আজ খোয়াই টাউন হলে মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে এমটাই দাবি করেছেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা ত্রিপুরায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণায় নাগরিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে খোয়াই টাউন হলে আয়োজিত হয়েছে দ্বিতীয় পর্বের সাংসদ স্বাস্থ্য শিবির। এদিন খোয়াই সহ তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে বড় মাত্রায় স্বাস্থ্য সচেতন নাগরিকরা এর পরিষেবা সুফল গ্রহণ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় আরও একটি জেলায় এমনই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হবে।

তারঁ দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশে চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি ত্রিপুরায়ও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। শুক্রবার প্রথম শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে মোহনপুর স্বামী বিবেকানন্দ মহা বিদ্যালয়ে। আজ খোয়াই টাইন হলে মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। তেমনি আগামীকাল শান্তিরবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়েও মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

বিরল রোগে আক্রান্ত শুভ্রজিৎ এর চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। আগরতলা ইন্দ্রনগর নিবাসী সোমা রায় ও শম্ভু রায়ের একমাত্র ছেলে শুভ্রজিৎ রায়। শুভ্রজিৎ তার পাঁচ বছর বয়স থেকে রক্তঘটিত বিরল রোগে আক্রান্ত। মা-বাবার পক্ষে ছেলের চিকিৎসা ব্যয় চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। ছেলের ভবিষ্যৎ-এর কথা চিন্তা করে এক রাশ আশা নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার সাথে সাক্ষাত করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবগত হন এবং তাদের সমস্যা নিরসনে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।

পুত্রবধূকে সাথে নিয়ে মানিক দেব আজ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন। কিছুদিন পূর্বে তার ছেলে প্রয়াত হয়েছে। সদ্য বিধবা পুত্রবধূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে তিনি সাক্ষাত করেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা বিধবা মহিলার সমস্যার কথা শুনেন এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এরকম বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আজ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে জনগণ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহার সাথে মিলিত হন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের বিভিন্ন সমস্যা, অভাব-অভিযোগের কথা শুনেন এবং সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। জনসাধারণের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী এবং স্বাস্থ্য সচিব ড. দেবাশিস বসু।

শীঘ্রই কৈলাসহরের মনু নদীর উপর ছনতৈল-সোনামাড়া ব্রিজ সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। খুব শীঘ্রই কৈলাসহরের মনু নদীর উপর ছনতৈল-সোনামাড়া ব্রিজ সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে। শনিবার বিকেলে কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায় ব্রীজটি পরিদর্শন করার পর এই বিষয়ে জানান। এদিন বিকেলে কৈলাশহর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন চপলা রানী দেবরায়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করেন। এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজগুলোর মধ্যে ছিল ছনতৈল সোনা মারা নবনির্মিত ব্রিজ এবং পাইতুর বাজার এলাকায় বিদ্যানগর স্কুল মাঠে নবনির্মিত ক্রিকেট স্টেডিয়াম। চেয়ারপারসন চপলা রানী দেবরায় ছাড়া এই প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন উনকোটি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্যামল দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী সিদ্ধার্থ দত্ত, অরুণ সাহা, ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রকৌশলী সহ পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা। চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায় জানিয়েছেন খুব শীঘ্রই ছনতৈল - সোনামারা নবনির্মিত ব্রিজটি সাধারণ মানুষের পথ চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে। স্টেডিয়ামের কাজ দেখে চেয়ারপারসন চপলা রানী দেবরায় খুশি হতে পারেননি।

মহিলা কুস্তিগীরদের যৌন হয়রানির প্রতিবাদে বিক্ষোভ সিটি সেন্টারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। মহিলা কুস্তিগীরদের যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রতিবাদী মহিলা কুস্তিগীরদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়েছে। দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে শনিবার আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনী সিটি সেন্টারের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। প্রতিবাদ বিক্ষোভ থেকে আওয়াজ তোলা হয়েছে অবিলম্বে কুস্তিগীরদের যৌন হয়রানি বন্ধ করতে হবে এবং অভিযুক্তির বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মণীশ সিসোদিয়ার ৮ মে অবধি বাড়ল জেল হেফাজতের মেয়াদ

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (হি.স.): আবগারি নীতিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র মামলায় আপাতত মুক্তি পাচ্ছেন না দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়া। শনিবার মনীশ সিসোদিয়ার জেল হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালত। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ৮ মে পর্যন্ত জেল হেফাজতে থাকবেন মনীশ সিসোদিয়া। জেল হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় শনিবার আদালতে পেশ করা হয়েছিল মনীশ সিসোদিয়াকে, এদিন হাসি মুখেই আদালতে আসেন সিসোদিয়া। যদিও, তাঁকে স্বস্তি দিল না আদালত। আগামী ৮ মে অবধি জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঘনিষ্ঠ এই নেতাকে।

বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু প্রবীণ শিক্ষকের

চালসা, ২৯ এপ্রিল (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের জনবহুল বাতাবাড়ি ফার্ম বাজার এলাকায় বাইকের ধাক্কায় প্রাণ গেল এক প্রবীণ স্কুল শিক্ষকের। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার জেরে শনিবার সকালে উত্তেজনা তৈরি হয় ফার্ম বাজার এলাকায়।

জানা গেছে, মৃত স্কুল শিক্ষকের নাম সমীর চক্রবর্তী। শুক্রবার রাতে দ্রুত গতিতে একটি বাইকে তিন যুবক যাওয়ার সময় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সমীর বাবুকে ধাক্কা মারে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক নিয়ে পড়ে যায় তিন আরোহী। ঘটনায় সমীর বাবুসহ এক যুবক গুরুতর আহত হয়। এদিন রাতেই শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে সমীর বাবুর মৃত্যু হয়। ঘটনার জেরে শনিবার সকালে উত্তেজনা তৈরি হয় ফার্ম বাজার এলাকায়। বাজারের জাতীয় সড়কের ওপর ট্রাফিক ব্যারিকেড সহ পুলিশ কর্মী মোতায়েনের দাবিতে এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি বাজারের বেহাল যাত্রী প্রতীক্ষালয় সংস্কারের দাবিতেও সরব হন সকলেই।

চন্দ্রনগর হাই স্কুলে মিড ডে মিলে অনিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি,চড়িলাম, ২৯ এপ্রিল।। শুক্রবার দুপুরে মিড ডে মিল প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে কি-না তা পরোক্ষ করতে ছুটে যান চন্দ্রনগর হাই স্কুলে। মিড ডে মিলে অনিয়ম চোখে পড়ে বিধায়কের। ম্যানুতে ছিল সবজি। কিন্তু রান্না করা হয়েছে আলু ভর্তা। এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। তিনি মিড ডে মিলে দায়িত্বপ্রাপ্তদের বলেন কোন অনিয়ম চলবে না। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য সরকার টাকা খরচ করছে। এই প্রকল্পে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। সেই সঙ্গে রান্না ঘরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকতে হবে। রান্নার কাজ যারা করেন তাদের রান্নার পোশাক পরিধান করতে হবে। এদিন শিক্ষার্থীদের জন্য রান্না করা খাবার আস্বাদন করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। সেই সঙ্গে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বারদের বলেন নিয়মিত নজরদারি রাখার জন্য। এছাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন বিধায়ক। ছাত্র ছাত্রীদের পঠনপাঠন সহ যাবতীয় পরিষেবা যাতে সঠিক থাকে সেই বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। তিনি সাংবাদিকদের জানান সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য যাবতীয় প্রয়াস জারি রয়েছে। উন্নয়ন মূলক কাজ হোক সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সবক্ষেত্রেই নিজে পরিদর্শন করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন।

বিজয় নদীর পাশের ভেলুয়ারচর নিয়ে বাড়ছে কৌতুহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। জায়গাটি পরিচিতি স্থানীয়দের কাছে থাকলে কেউই যেতেন না। আচমকা বাংলা নববর্ষের দুই দিন আগে কতিপয় যুবক আনন্দে মেতে উঠার ছবি নিজেদের সামাজিক মাধ্যমে ছেড়ে দেন। ব্যস হয়ে গেল কেল্লাফতে। কয়েকদিনেই ভাইরাল সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমের দৌলতে। সবার কাছে পরিচিতি পেয়ে যায় জঙ্গলে ঘেরা প্রকৃতির কোলে গড়ে উঠা বিজয় নদীর সেই ভেলুয়ারচড় এলাকা। সেই নদীর জলে আনন্দে গা ভাসাচ্ছেন কিশোর-যুবরা। প্রতিদিন সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন সেখানে ভিড় করছেন। অনাবিল আনন্দে তারা গা ভাসাচ্ছেন। স্থানীয় এক যুবক দোকান খুলে কয়েক দিন ধরে ভালো ব্যবসাও করে যাচ্ছেন। যুবদের আনন্দের নতুন ঠিকানার খবর পেয়ে শনিবার বিজেপির বক্সনগর মণ্ডল সভাপতি সুভাষ চন্দ্র সাহা, বিজেপির বক্সনগর কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী তাফাজ্জল হোসেন সেখানে যান। তারা সেই দৃশ্য দেখে নিজেরাও আপ্লুত। টবে তারা জানান, এই জায়গাকে কেন্দ্র করে স্থায়ি ভাবে কিছু করা যাবে না। কারণ বর্ষার সময় তিন মাস নদী জলে টইটুম্বুর থাকবে। তবে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি রাখেন গরমের দিনে যুবরা যাতে জলের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন এমন পার্ক গড়ে তোলা যায় কিনা তা দেখার।

কৃষকদের বাজরা চাষে উৎসাহিত করতে হবে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। মিলেট বা বাজরা চাষ খুবই লাভজনক ও উৎক'ষ্ট খাদ্য। বাজরাতে পুষ্টিগুণও বেশী। বাজারে এর চাহিদাও রয়েছে। আমাদের রাজ্যের কৃষকরা সাধারণত ধান, গম ও সব্জি চাষে বেশী উৎসাহী। পুষ্টিগুণের কথা বিবেচনা করে কৃষকদের বাজরা চাষে উৎসাহিত করতে হবে। আজ লেম্বছড়াস্থিত ত্রিপুরা কৃষি মহাবিদ্যালয়ে আবহাওয়ার স্থিতিস্থাপকতা ও কৃষি সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য বাজরা উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যবহার-২০২৩ শীর্ষক জাতীয়স্তরের এক আলোচনাচক্রে প্রধান অতিথির ভাষণে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাজরা দিয়ে অনেক ধরণের খাদ্যসামগ্রী তৈরী হয়। বাজরা দিয়ে বিস্কুট, মাল্টি গ্রেণ্ড আটা এবং মিষ্টিও তৈরী করা হয়। কৃষিমন্ত্রী বলেন, রাজ্যেও আগামী দিনে বাজরা চাষকে জনপ্রিয় করতে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর উদ্যোগ নেবে। এই জাতীয় আলোচনাচক্রটি ত্রিপুরা ক'ষি মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবং নাবার্ড ও আইসিআর, হায়দ্রাবাদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনাচক্রে কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিতে আমাদের স্বনির্ভর হতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনে কৃষকদের অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। কৃষির বিকাশ হলেই এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে উঠবে। কৃষিমন্ত্রী রাজ্যে এধরণের একটি জাতীয় আলোচনাচক্রের আয়োজন করার জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান। এই জাতীয় আলোচনাচক্রে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ২০ জন কৃষি বিজ্ঞানী অংশ নিয়েছেন। আলোচনাচক্রে কৃষি বিজ্ঞানীগণ মিলেট বা বাজরা চাষের উপর মূল্যবান আলোচনা করেন। আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গঙ্গাপ্রসাদ প্রসেইন, নাবার্ডের জেনারেল ম্যানেজার লোকেন দাস, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা কৃষি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. টি কে মাইতি। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ জাতীয় আলোচনাচক্র উপলক্ষে প্রকাশিত দুটি মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার এনজিও'র প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ মেয়রের সাথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে ভারতে এসে কাজ করছে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি এন জি ও। একই সঙ্গে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য তাদের কর্ম উদ্যোগ চলছে। শনিবার দক্ষিণ কোরিয়ার এই এন জি ও- র প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়রের সঙ্গে। যুবদের সঙ্গে নিয়ে স্বেচ্ছায় এই কাজ করে চলেছে এই এন জি ও-টি। স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছাত্রীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে তাদের এই প্রচেষ্টা। ১৭৫ দেশে এই কাজ করে চলেছে সংস্থাটি। তাদের সদস্য সংখ্যা ৩৫ লক্ষ। শনিবার দক্ষিণ কোরিয়ার এই এন জি ও-র প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়রের সঙ্গে। ভ

ারতের বেশ কয়েকটি রাজ্য ইতিমধ্যেই ঘুরে দেখেছেন। তবে রাজ্যে এসে তারা খুশী। আগামী সাতদিন তারা রাজ্যে থাকবেন। স্বচ্ছতার বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন এন জি ও ---র সদস্যরা। আগরতলা শহরকে সুন্দর রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন বলে জানান মেয়র দীপক মজুমদার।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।